৮৭

মংকুর মায়ের প্রেতাত্মা

অদ্রীশ বর্ধন

জিনের বোতল নিয়ে সবে বসেছি, এক পেগ সবে গলা দিয়ে নামিয়েছি—এমন সময়ে মংকুর মাকে দেখলাম বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

গেলাসটা আবার ভরতে যাচ্ছিলাম, মংকুর মা দেখি ওই দিকেই তাকিয়ে আছে! ফর্সা কপালে সিঁদুরের টিপটা অস্তাচলের সূর্যের মতই যেন জ্বলছে। বড় বড় মা দুর্গার মত দুই চোখে বিষাদ।

বোতলটা নামিয়ে রেখে বললাম, 'তুমি? এতদিন পরে?'

মংকুর মা আমার দিকে চুপ করে চেয়ে রইল। শুনেছিলাম, প্রেতাত্মাদের দেখতে নাকি কালো কুয়াশার মত। কিন্তু মংকুর

মাকে মনে হল রক্ত মাংস দিয়েই তৈরি। নিজের হাতে নিমতলায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলাম বলেই বুঝলাম, পরলোক থেকে ও এসেছে আমার মনের অবস্থা টের পেয়ে।

বললাম, 'প্রেতাত্মারা কি কথা বলতে পারে না?'

মংকুর মা হাসল। মুখ টিপেই হাসল। চিরকালের যা অভ্যাস। নইলে যে নিচের পাটির ছাটো দাঁতের মাঝের ফাঁকটা বেরিয়ে পড়বে।

হেসে বললে, 'তুমি সিগারেট খেতে না, সখ করে মাঝে মাঝে পাইপ খেতে। মদ খেতে না, আমিই জোর করে একদিন তোমায় খাইয়েছিলাম মজা করার জন্যে। আর এখন তুমি নিজে খাচ্ছ?'

'অধঃপতন হয়েছে বলেই খাচ্ছি,' বোতলটা তুলে নিয়ে সিকি গেলাস ঢাললাম। জল ঢাললাম। তারপর এক চুমুকেই সবটুকু খেয়ে নিলাম।

মংকুর মা বললে, 'তোমার মুণ্ডু হয়েছে। গোল্লায় যাওয়ার পাত্র তুমি নও। আমি মরবার পর তো মদ ধরো নি। মংকুকে দেখছি আমার চাইতে ভালবাসতে।'

'এখনও ঈর্ষা?'

মুখ টিপে হেসে ও বললে, 'করবই তো—ঈর্ষা কি যায়? জন্ম-জন্মান্তরের পতিদেবতা তুমি—একটা ছেলে এসে তোমাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে?'

'পাগলামি কোরো না। বরং তুমিই মংকুকে কেড়ে নিয়ে গেছ আমার কাছ থেকে।'

গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে মংকুর মা বললে, 'এতবড় কথাটা তুমি বলতে পারলে?'

'আমি তো বলি নি—পাঁচজনে বলছে।'

'কি বলছে?'

'মংকুর মা একলা থাকতে পারছে না বলে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে গেল।'

'তোমার বিশ্বাস হয়?'

'দূর। মায়ের চেয়ে মাসিদের দরদ চিরকালই বেশি হয়। মংকুকে ছেড়ে দিতাম, নিজের পায়ে যাতে নিজে দাঁড়াতে পারে—সেই ভাবেই নানান কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দিতাম। এটা ওটা আনতে দিতাম। এইটাই নাকি আমার দোষ। সিগারেট আনতে না দিলে নাকি মংকু গাড়ি-চাপা পড়ত না।'

'তাই শুনেই তোমার মন খারাপ হয়ে গেল? মদ খেতে বসলে?'

'মংকুর মা, মদ খাওয়া সেজন্যে আমি ধরি নি।'

'তবে কি জন্যে?'

'নার্ভকে শক্ত করার জন্যে।'

'সব মাতালরাই অমন বলে।'

'মাতাল আমি নই—হবোও না। ডাক্তার বোস সেদিন বলছিলেন, বনস্পতি বিশ্বাস ভেঙে পড়লে উপন্যাসগুলো কে লিখবে? একটু আধটু ড্রিঙ্ক করলেই পারেন। নার্ভ স্ট্রং হবে। তাই বললাম—'

'মদ খাবে। উপন্যাস লেখার জন্যে?'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'মংকুকে যে গাড়িচাপা দিয়েছে, তাকে খুন করার জন্যে।'

'...ভাখো বনস্পতি—'

'পরলোকে গিয়ে তোমার খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। স্বামীর নাম ধরে ডাকছ।'

'তোমার মত গেঁইয়া আর সেকেলে তো আমি নই। আজ পর্যন্ত বউয়ের নাম ধরেও ডাকলে না।'

'মংকুর মা বলতে আমার খুব ভাল লাগে।'

'তোমাকে বনস্পতি বলে ডাকতেও আমার খুব ভাল লাগে। তুমি হলে বনের পতি—মহীরুহ।'

'আর একটা মানে বললে না?'

মংকুর মা এবার ঠোঁট না টিপেই হেসে ফেলল, 'ফুল ছাড়াই যে-গাছে ফল জন্মে এই তো?'

'মনে আছে দেখছি। ব্রেন-টেন সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম, কিন্তু চেহারাটা তো ঠিক আছে।'

'সূক্ষ্ম অবস্থায় আছে। হে বনস্পতি, আমিই তোমার ফুল। আর মংকু তোমার সেই ফল।'

'মংকুর মা, ফল ছাড়া বনস্পতি থাকতে পারে?'

'নিয়তিকে মেনে নিয়ে থাকতে হবে।'

'ধুত্তোর নিয়তি! তুমি যাওয়ার পর আমার বেঁচে থাকার কারণ ছিল একটাই—মংকু। ওর মুখের দিকে তাকালে তোমাকে দেখতে পেতাম। ওর চোখের দিকে তাকালে তোমার ওই চোখ দেখতে পেতাম। আমার সেই মংকুকে ওরা মেরে ফেলেছে!'

'ওরা নয়, বনস্পতি।'

'একজনেই মেরেছে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি চেনো তাকে? নিশ্চয় চেনো—প্রেতিনীর অজানা কিছুই থাকে না। বলো সে কে, কোথায় থাকে?'

'আর তুমি এখুনি গিয়ে তাকে খুন করে আসবে, এই তো?'

'আলবৎ করব!'

'আমি তোমায় করতে দেব না।'

'মংকুর মা। এ তোমার অন্যায়!'

'ঠিক উল্টোটা বললে। এইটাই ন্যায়—সব স্ত্রীর যা ধর্ম—আমিও তাই করছি। মংকু মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে। কিন্তু

মহাপাপ করতে যাচ্ছো তুমি।'

'আরে রাখো তোমার বেহ্গাগিরি। অ্যাক্সিডেন্ট। একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তা পেরোচ্ছে—ফুলস্পীডে তাকে চাপা দিয়ে একই স্পীডে পালিয়ে যাওয়ার নাম অ্যাক্সিডেন্ট নয়। মার্ডার। মার্ডারের শাস্তি মার্ডার। ফাঁসি দেওয়াটা যেমন মার্ডার—আমার হাতে তার পরলোক গমনটাও তেমনি মার্ডার। আমাকে তুমি আটকাতে পারবে না, মংকুর মা।'

'বনস্পতি বিশ্বাস, মনটা বরং নতুন উপন্যাসের দিকে দাও, এসব পাগলামি ছাড়ো। সব ভুলে যাবে।'

'ভুলতে আমি চাই না, মংকুর মা। আর চাইলেও ওটা ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক জায়গা ছিল রাস্তাটায়। ইচ্ছে থাকলে ব্রেক কষে অথবা একই স্পীডে পাশ কাটিয়ে মংকুকে বাঁচানো যেত।'

'কিন্তু লোডশেডিং ছিল যে। অত বুঝতে পারে নি—দেখতেও পায় নি। কাজেই ওটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'[illegible]রি। একমত হতে পারলাম না। লোডশেডিং ছিল ঠিকই। রাস্তাতেও ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। কিন্তু মোটরটায় ছিল এক-[illegible] হেডলাইট। অত্যন্ত জোরালো হেডলাইট। আচমকা বাঁক ঘুরে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসায় হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছল মংকুর। তাই ছুটে পালানোর কথাও মনে হয় নি। কিন্তু ড্রাইভার জোরালো আলোয় সব দেখেও মংকুকে বাঁচবার সুযোগ দেয় নি। সুতরাং এটা মার্ডার। এর শাস্তি ফাঁসি।'

'তবে তার জন্যেই অপেক্ষা করো। পুলিশ তদন্ত করছে—করুক না। তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে যাচ্ছ কেন?'

'আমার নাকটা একটু লম্বা বলে।'

'ইয়ার্কি করতে হয় আর একটা বিয়ে করে নতুন বউয়ের সঙ্গে

কোরো। মরা বউয়ের সঙ্গে নয়।'

'দাঁড়াও, মংকুর খুনীটাকে আগে খুন করি।'

'বনস্পতি, তুমি তো এত গোঁয়ার ছিলে না?'

'তুমিই আমাকে করেছ।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। মরবার সময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি বলেছিলে আমাকে, মনে নেই?'

'খুব মনে আছে। বলেছিলাম, মংকুকে দেখো। সব স্ত্রীই অকাল মৃত্যুর সময়ে বনস্পতির মত মহীরুহ স্বামীকে বলে যায়—ছেলেকে দেখো। এর জন্যে তুমি গোঁয়ার হতে যাবে কেন?'

'ছেলেকে দেখতে পারি নি বলে।'

'সেটা তোমার দোষে নয়।'

'যার দোষে, তাকে সাজা না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'আবার সেই কথা। ও কাজটা তুমি পুলিশের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি থাকো তোমার কাজ নিয়ে।'

'পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই একটা বাচ্চা ছেলের গাড়িচাপা নিয়ে তদন্ত করবে। ওরকম কত বাচ্চা হারিয়ে যাচে ভিখিরি ক্রিমিন্যালের দল ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কেটে ভিখিরি বানাচ্ছে—পুলিশ কি তাদের হদিশ বার করার চেষ্টা করছে? চেষ্টা করলে কি পারত না? মংকুর মা, এই দেশটার নাম ইণ্ডিয়া—সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? এখানে পুলিশ কাজ করে পলিটিক্যাল প্রেসারে—নইলে ঘু-ঘুগিরি করে।'

'ঘু-ঘুগিরি কিগো?'

'ডবল ঘু—মানে ঘুম আর ঘুষ। না ঘুমোলে আর না ঘুষ নিলে, অত কম মাইনের সংসার চলে নাকি? সুতরাং, পুলিশ কেন মংকুর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করবে?'

'হত্যাকারী কথাটাই ঠিক নয়। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।'

'ইট ইজ নট অ্যান অ্যাক্সিডেণ্ট। ইট ইজ এ ডেলিবারেট মার্ডার।'

'ধনপতি, তুমি নেশাগ্রস্ত। উল্টোপাল্টা বকছো। তোমার ছেলেকে ডেলিবারেটলি মার্ডার করার কোন মোটিভ আছে কী?'

'মোটিভ ছাড়াই অনেক মার্ডার হয়। অথবা আসল মোটিভ অনেক সময়ে লতায়পাতায় এমন চোখের আড়ালে চলে যায় যে ধরা যায় না। মংকু মার্ডারের সেই মোটিভ আমি ডিসকভার করবই করব।'

খাট থেকে নেমে মংকুর মা বললে, 'তাহলে আমি চলি।'

'তাহলে, কথাটা বললে কেন?'

'তুমি যখন স্ত্রীবুদ্ধি নিতে চাও না, তখন আমিই বা কষ্ট করে এই ধুলো ময়লার মর্তলোকে থাকি কেন? আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'হোক। যেমন বসেছিলে অমনিভাবে বসে থাকো। ওঠো, ওঠো বলছি।'

মংকুর মা তখন মুখ ভার করে উঠে বসল খাটেতে। আলতা-পরা রাঙাচরণ দুটো দোলাতে লাগল অভিমানভরে। পায়ের ছলুনি দেখতে দেখতে চট করে আমি আরও সিকি গেলাস জিন ঢেলে নিয়ে জল মিশিয়ে ঢক করে গিলে নিলাম।

তারপর বললাম, 'পেত্নী হয়েও পতিভক্তি কমে নি দেখে খুশি হলাম। কিন্তু মংকুর মা, তুমি আমাকে আমার পথ থেকে ফেরাতে পারবে না। অলরেডি আমি ডিটেকটিভের মতই চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। কারণ গরজটা আমারই—পুলিশের নয়।'

'খুন করার?'

'অপরাধীকে খুঁজে বার করার এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার। থামো, এটা অনিচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। তুমি জানো, পাশের দোকানদাররা পর্যন্ত বলেছে, গাড়িটা চালাচ্ছিল নিশ্চয় কোন জানোয়ার…নইলে অমন নিষ্ঠুর ভাবে ছেলেটাকে ইচ্ছে করে

চাপা দিয়ে চলে যেত না। তোমার মনে পড়ে, একবার স্কুটার চালিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা নেড়িকুত্তা সামনে পড়েছিল বলে, স্রেফ রাগ করে তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম সামনের মাডগার্ড দিয়ে?'

'বেশ মনে পড়ে। তোমার মাডগার্ড বেঁকে গেছল—বেচারি কুকুরটার পাঁজড়াও বোধ হয় ভেঙেছিল?'

'ঠিক। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বাচ্চা একটা ছেলে রাস্তার মাঝে মোটর চলার পথ জুড়ে হাঁটছিল…এই অপরাধে তাকে চাপা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'

'এ তোমার মনগড়া—'

'মংকুর মা, আমি যদি প্রমাণ করে দিই, ড্রাইভারের এই মনের ইচ্ছেটা আমার মনগড়া নয়, তাহলে আমার খুন করার ইচ্ছেয় বাধা দেবে না বলো?'

'কথা দিতে পারব না। তার প্রমাণ যদি করতে চাও, করতে পারো। তাড়াতাড়ি করো—আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'গাড়িটা খুব জোরে টার্ন নিয়েছিল। ফিরে রাস্তার একদিক ঘেঁষে যাচ্ছিল। ঠিক সামনেই ছিল মংকু, আর তার পাশে রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট। ড্রাইভার গাড়িটাকে একটুকু ঘোরানোর চেষ্টাও করে নি। বাঁদিকের মাডগার্ড & গেছে ল্যাম্পপোস্টে, আর ঠিক সামনে দিয়ে ধাক্কা মেরে ঠিকরে ফেলে দিয়েছে মংকুকে।'

'এসব আমি জানি। আমি তখন সেখানেই ছিলাম।'

'তা তো থাকবেই। ছেলেকে নিতে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'যাক, কথার মাঝে আর বাগড়া দিও না। লোকটা বাঁদিকের মাডগার্ড দিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ঘষটে বজ্রের মত পালালো বটে, কিন্তু ল্যাম্পপোস্টের গায়ে রেখে গেল গাড়ির খানিকটা রং।'

মংকুর মা গালে হাত দিয়ে শুনতে শুনতে বললে, 'ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্লট তৈরি করছ নাকি?' উপন্যাসের চাইতেও অদ্ভুত

নট ! যথাসময়ে বুঝতে পারবে। তারপর শোনো, পুলিশকে আমি সেই রংটা দেখিয়েছিলাম। সবুজ রং। সবুজ রঙের গাড়ি খুব একটা চোখে পড়ে না। অ্যাম্বাসাডার হোক কি ফিয়াটই হোক, অথবা ইমপোরটেড কারই হোক—সবুজ রংটা গাড়ির ক্ষেত্রে এমন একটা বিরল রুচির পরিচয় যে আদাজল খেয়ে খুঁজলে গাড়িটাকে ঠিক খুঁজে বার করা যেত।'

'পুলিশ নিশ্চয় আদা আর জল খায় নি।'

'মংকুর মা, তোমার নির্লিপ্ততা আর ঠাট্টা-তামাসা কিন্তু আমার মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে।'

'দেবেই তো। তুমি যে এখনো জীবন আর মৃত্যুর কোন রহস্যই বুঝে উঠতে পারো নি। তাই যাকে মৃত্যু বলে শোক পাচ্ছ, তা যে আসলে রঙ্গমঞ্চ থেকে গ্রীনরুমে ফিরে আসা, তা বুঝতে পারছ না। আমি তা বুঝেছি বলেই তোমার এই অনর্থক উন্মত্ততা দেখে এত রাগছি আর মজা পাচ্ছি।'

'মংকুর মৃত্যুটাকে তুমি তাহলে বলো, স্টেজ থেকে গ্রীনরুমে ফিরে যাওয়া ?'

'তাছাড়া আর কী ? আমরা সবাই তো তাই করছি। স্টেজ থেকে ফিরে আসছি গ্রীনরুমে—নতুন মেকআপ নিয়ে আবার স্টেজে ফিরে যাওয়ার জন্যে।'

মংকু অত বোঝে না। জীবনরহস্য বোঝবার অন্তত সময় দেওয়া উচিত ছিল তাকে।'

'কিন্তু মংকুর বাবা, মংকু কি অসুখী ? মোটেই নয়। অসুখী সে তোমার কাছেও ছিল না, আমার কাছেও নেই।'

'মংকু এখন তোমার কাছে ? আঃ। আমাকে একটু দেখাবে ?'

মংকুর মা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে উদাস গলায় বললে, 'সে এখন নেহাতই বাচ্চা। দেহধারনের কায়দাটা রপ্ত করে উঠতে পারে নি। এক্টোপ্লাজম দরকার হয় তো। সময় হলে ঠিক

দেখা দেবে।'

নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'ঠিক আছে, সে সময়টা যেন তাড়াতাড়ি আসে—নইলে আমাকে যেতে হবে ওপারে। যাক, যা বলছিলাম মংকুর মা, সবুজ রংটা যাদের পছন্দ, তাদের রুচি সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণাটা খুব উচ্চ নয়। তুমি নিজেও লক্ষ্য করেছ, সবুজ রং দিয়ে যারা ঘরের দেওয়াল রাঙায়, তারা সাধারণত সমাজের কোন স্তরের মানুষ হয়। এই রকম একজন উৎকট সবুজ রঙের ভক্ত নিজের গাড়িটাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়েছে এবং উচ্চ স্তরের জীব নয় বলেই আস্ত জানোয়ারের মতই আমার বাচ্চা ছেলেটাকে রাস্তার কুকুরের মত চাপা fin পালিয়েছে। মংকুর মা, তুমি তাকে ক্ষমা করতে বলো আমাকে?'

'মংকুর বাবা, স্ত্রীবুদ্ধি না হয় প্রলয়ঙ্করী, কিন্তু তোমার বুদ্ধি যে এমন প্রলয়ঙ্কর, তা তো জানতাম না।'

'কেন?'

'ভুরু কুঁচকে আর তাকিও না—তোমার ওইরকম ভুরু কুঁচকোনোকে থোড়াই কেয়ার করি আমি। সবুজ গাড়িটা যে লোকটার নিজেরই—ভাড়া করা নয় অথবা অন্যের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া নয়—সেটা বুঝছ কি করে?'

ভুরু কুঁচকেই বললাম, তুমি তো জানো—বলো না।'

মংকুর মা আবার পা দোলাতে দোলাতে বললে, 'জানি, জানি, সব জানি। কিন্তু একটা কথাও বলব না।'

এবার আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'তুমি তাহলে দয়া করে আমার কথার মাঝে তত্ত্বকথা পরিবেশন করতে এসো না। চিন্তা ছুটছে ট্রেনের মত, লাইনের ওপর কড়িবরগা ফেলে ট্রেন উল্টে দিও না।'

'ওঃ, কি আমার চিন্তাশীল লোক রে!'

'আবার!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তোমার চিন্তা আর যুক্তির ভুলটা কেবল ধরিয়ে দিলাম। সবুজ গাড়িটা ভাড়া করা হলেও হতে পারে—এইটাই কেবল জানিয়ে দিলাম, তারপর ?'

রাগটা কমানোর জন্যে চট করে আরও একটু জিন ঢেলে জল মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর বললাম, 'মংকুকে গাড়িটা ধাক্কা মেরে একই স্পীডে ছুটে বেরিয়ে গেল—কিন্তু মোড়ের মাথায় একটা মস্ত গর্ত থাকায় পাছে গাড়ি ড্যামেজ হয়—তাই ড্রাইভার স্পীড স্লো করলে, মংকুর মা, কানখাড়া করে শোনো কি বলছি, যে লোকটা একটা বাচ্চা ছেলেকে চাপা দেওয়া এড়ানোর জন্যে স্পীড কমায় নি—সে কিন্তু গাড়িটা পাছে জখম হয়—তাই স্পীড স্লো করল।'

মংকুর মা আমার বইয়ের নতুন আলমারি দেখতে দেখতে বললে, 'অনেক নতুন বই কিনেছ দেখছি।'

'আবার কথা ঘোরাচ্ছো ? তারপর শোনো, স্পীড স্লো করেই কিন্তু শয়তান ড্রাইভার নিজের গাড়ির আইডেন্টিটি খানিকটা ফাঁস করে দিলে। কিভাবে জানো ?'

'তুমিই বলো।' নাচার গলায় বললে মংকুর মা।

'গাড়ি স্লো করেছিল ব্রেক কষে—একই গিয়ারে। টপ গিয়ারেই স্লো করে আবার এক্সিলেটর টিপে স্পীড তুলতে গিয়ে একটা কট-কট-কট আওয়াজ শুনেছিল রাস্তার পাশের দোকানদারেরা।—কি বুঝলে ?'

'কিচ্ছু না।'

'বুঝিয়ে ছাড়ছি। ইণ্ডিয়ান মেকের একটা গাড়িতেই এক গিয়ারে স্লো থেকে হাই স্পীড তোলার সময়ে এমনি কট কট কট করে আওয়াজ হয়। সে গাড়িটার নাম অ্যাম্বাসাডর।'

'বটে ?'

'তারপর, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়েও ড্রাইভার রাস্কেল

তার গাড়ির আইডেন্টিটি মোটামুটি রেখে গেল। দুটো সূত্রই আমি যোগাড় করেছিলাম নিজে তদন্ত করে রাস্তার পাশের দোকানদারদের জিজ্ঞেস করে। পুলিশকেও বলেছিলাম। কিন্তু তারা বিশেষ কোন গরজ দেখালো না। পরের দিন আমাকে স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রেখে হাইরোডে মালবোঝাই লরীদের ওপর নজর রাখল নতুন করে—ওখানে যে ঘুষের টাকা বেশি আসে—তাই।'

'তুমি তখন কি করলে, মংকুর বাবা?'

'একদম চুপ মেরে গেলাম। ওই দুটি মাত্র সূত্রকে অবলম্বন করে কিভাবে সবুজ গাড়ির খোঁজ নেওয়া যায়, সে চিন্তাও মনে মনে করে নিলাম—কিন্তু পুলিশকে আর ভাঙলাম না। কেননা আমি ঠিক করলাম, পুলিশ তাহলে শয়তানের বাচ্চাটাকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে না পেঁচিয়ে খুন করার জন্যে।'

মংকুর মা বললে, 'তোমার আসল ইচ্ছেটা তাহলে একটা মানুষকে খুন করা?'

'মংকুকে যে খুন করেছে, তাকে খুন করা। কথাটা হালকা করতে যেও না। যাক, যা বলছিলাম। মনে মনে ভেবে দেখলাম, সবুজ গাড়ি যে স্পীডে অন্ধকারেও গাড়ি চালিয়েছিল এবং টার্ন নিয়েছিল, তাতে বেশ বোঝা যায়, এ রাস্তায় সে আগেও গাড়ি চালিয়েছে। নতুন পথ ঘাটে কোন বিদেশী ঘুটঘুটে অন্ধকারে এরকম ফুল স্পীডে গাড়ি কখনোই চালাতে পারে না। আমার এই ধারণার অন্যতম প্রমাণ হল, সেকেণ্ড মোড়ে যে রাস্তার ওপরেই বিরাট একটা গর্ত আছে, ও সেটা জানত। হেডলাইটের আলোয় ও গর্ত দূর থেকে বোঝা যায় না—আগে থেকে জানা না থাকলে গাড়ির চাকা নির্ঘাত ওই গর্তে পড়ত—কত গাড়ি এইভাবে পড়েছে মংকু মারা যাওয়ার আগে—দোকানদারই বলল। কিন্তু গভীর অন্ধকারে টপ স্পীডে একটা বাচ্চা ছেলেকে চাপা দিয়ে এসে

হুঁশিয়ার ড্রাইভার গর্তটার সামনে ব্রেক কষেছে। এ থেকেই ...লাম আমার তিন নম্বর সূত্রে—লোকটা এই তল্লাটেরই বাসিন্দা। ...থ ঘাট তার নখদর্পণে।'

মংকুর মা বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'তুমি নিজেই ডিটেকটিভ হলে পারতে—'

'হই নি বলেই তো ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখছি, স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমেছি। চাকরি করে আর ক-পয়সা পেতাম বলো? তারপর কি করলাম। মংকুর হত্যাকারী তাহলে একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডর গাড়ি চালায় এবং এই তল্লাটেই থাকে। মংকুকে জানোয়ারের মত চাপা দিয়ে সে পালালো—'

'ওঃ, তুমি কি কিছুতেই ওই জানোয়ারের মত কথাটা না বলে পারবে না? বলছি না এটা অ্যাক্সিডেণ্ট?' ঝাঁজিয়ে উঠল মংকুর মা।

নস্যির ডিবেটা টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে একটিপ নস্যি তুললাম তর্জনি আর বুড়ো আঙুল দিয়ে। তারপর জাহাজের ভোঁ বাজার মত নাকের আওয়াজ ছেড়ে নস্যি চালান করলাম দুই নাকের ফুটোয়।

নাকসিঁটিয়ে চেয়ে ছিল মংকুর মা। বললে, 'ম্যাগো! যত্তোসব ক্যাসটি নেশা! এটা আবার কবে থেকে ধরলে?'

'তোমার মৃত্যুর পর থেকে।'

'অসভ্য!'

'মংকুর মা, বিলেতের পার্লামেণ্টেও নস্যি নেওয়ার জন্যে একটা সময় দেওয়া হয় জানো? জানো কি বিলেতের অনেক খানদানি মেয়েরাও নস্যি নিতেন?'

'তবে আর কি! বিলেতের কুকুর পর্যন্ত দেবতা জ্ঞানে পুজো করলেই পারো।'

'তোমার সঙ্গে নস্যি নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। যদি বেঁচে

থাকতে, তাহলে না হয় তোমার খাতিরে নস্যি বর্জন করতাম।
কিন্তু মরে পেত্নী হয়েছ যখন, তখন তোমার ঘেন্না পিত্তির ধার
ধারি না আমি।' বলে আর একটিপ নস্যি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে
বললাম, 'জানোয়ারের মত লোকটাকে এবার খুঁজে বার করা
দরকার। গাড়িটায় প্রথমত মংকুর রক্ত লেগেছিল, সে রক্ত
ধোওয়ার ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। বেচারিকে ঠিকরে ফেলে
দিয়ে ওর গায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে বেরিয়ে গেছল তো—
মংকুর মা, ঠিক সেই সময়ে মংকু যতখানি কষ্ট পেয়েছিল—তার
হাজার গুণ কষ্ট দিয়ে শয়তানটাকে মারব বলে ঠিক করেছি সেই
কারণেই।—কি বলছিলাম? হ্যাঁ, রক্তের দাগ ধোওয়ার ব্যবস্থা
না হয় নিজের গ্যারাজে হল, কিন্তু বাঁ দিকের রং চটে যাওয়া
জখম মাডগার্ডটা মেরামত তো নিজের গ্যারাজে সম্ভব নয়। এ
জন্যে নিশ্চয় তাকে হয় সেই রাতে, না হয় পরের দিন সকালেই
একটা মোটর মেরামতের গ্যারাজে যেতে হয়েছে। নিজের গ্যারাজে
দমাদম করে হাতুড়ি ঠুকে মাডগার্ডের টোল মেরামত করা, তাতে
রং দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। পাড়াপ্রতিবেশীর সন্দেহ হবে
না? সুতরাং নিশ্চয় সে একটা মেরামতি গ্যারাজে গেছে।
পুলিশ কিন্তু ধারেকাছে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে সব কটা
গ্যারাজে খোঁজ করেও সবুজ গাড়ি মেরামত হওয়ার কোন খবর
পায় নি। তাহলে কি গাড়িটা রাতারাতি তল্লাট ছেড়ে চম্পট
দিল? কখনোই নয়। অকট্রয় গেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে,
কোনো সবুজ গাড়ি সেই রাত থেকে গেট পেরিয়ে যায় নি।
মংকুর মা, এই থেকেই এসে গেলাম আমার আসল সিদ্ধান্তে।
সবুজ অ্যাম্বাসাডর এখনো এই তল্লাটেই আছে—কিন্তু রং পাল্টে
নিয়েছে।'

মংকুর মায়ের নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল এতক্ষণ ঠায় বসে থাকতে।
তাই উঠে দাঁড়িয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে গিয়ে দাঁড়াল বইয়ের

আলমারিটার সামনে। বই দেখতে দেখতে বললে, 'বলো, তাড়াতাড়ি বলো—মংকু ডাকছে।'

'মংকু ডাকছে।'

'হ্যাঁ, সে ডাক তুমি শুনতে পাবে না। তাড়াতাড়ি নাও।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই নিচ্ছি। অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা তাহলে রাতারাতি মাডগার্ডের টোল মেরামত করেছে এবং উৎকট সবুজ রং পাল্টে নিয়েছে। এত বড় কাজ যে কোন গ্যারাজের লোকজনই পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিত—কিন্তু দেয় নি। এই থেকে এসে গেলাম আমার আর একটা সিদ্ধান্তে—গ্যারাজটা হত্যাকারীর নিজের।'

'নিজের?' ঘুরে দাঁড়াল মংকুর মা। যেন হাওয়ায় ভেসে ঘুরে গেল একটা সাদা মেঘ। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে ওর শরীরটা। এক্টোপ্লাজম আর ধরে রাখতে পারছে না যেন। তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ, গ্যারেজটা নিঃসন্দেহে বড়—নইলে এতবড় কাজ এত চটপট করা যেত না। এবং নিজের গ্যারাজ। তাই কাকপক্ষীও জানতে পারে নি মেরামতের কাহিনী।'

'তারপর?' আরও ফিকে হয়ে এল মংকুর মা, যেন খানিকটা সাদা কুয়াশা—জমাট কুয়াশা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তুমি এখন যাও। মংকু ডাকছে। তোমারও কষ্ট হচ্ছে। পরে এস। বলব, তারপর কি করে নাম-ঠিকানা পর্যন্ত জেনে ফেললাম মংকুর হত্যাকারীর!'

ঠিক এই সময়ে দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ পেলাম। মংকুর মা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ঘরে ঢুকল ঈশ্বরী পিসি। মংকুর মা মারা যাওয়ার পর থেকে মংকুকে কোলে-পিঠে করে যে মানুষ করেছে। মংকু খুন হওয়ার পর থেকে যার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ঘরে ঢুকে সে বলল, 'শেষকালে কি পাগল হয়ে যাবি, বুনো?

আপন মনে বকবক করে মরছিস ?'

আমার ডাকনাম বুনো। কতখানি বুনো তা শীগগিরই ঈশ্বরী পিসি জানতে পারবে। কিন্তু এখন কিছু ভাঙা চলবে না। মংকুর মা যে এসেছিল বলা চলবে না। এই পিসিই তো বলেছে, 'মংকুর মা-ই নাকি মংকুকে নিয়ে গেল। ঈশ্বরী পিসি জিনের বোতল দেখে নাক সিঁটকে বললে, 'সত্যিই তোর মাথা খারাপ হয়েছে, বুনো। এ সব কি গিলছিস ?'

'মদ !'

পরের দিন দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলন দেখছি আর টিক টিক টিক টিক আওয়াজ শুনছি। ঘড়িটা আমার বাবার কেনা। আজকাল পেণ্ডুলাম ঘড়ি কেউ কেনে না। পেণ্ডুলাম ছাড়া ঘড়ির কোন চার্মও যেন নেই···অন্তত মংকুর বড় প্রিয় ছিল ঘড়িটা। ওই দিকে তাকিয়ে হাজার প্রশ্ন করত। আমি জবাব দিয়ে যেতাম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসর বসে যেত যেন। সেই ঘড়িটা রাত ঠিক বারোটার দিকে টিক টিক টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে, আর যেন বলছে, ঠিক, ঠিক, ঠিক, ঠিক। মানে, আমি যা করব বলে ঠিক করেছি, তা ঠিকই আছে। মংকুর প্রেতাত্মা কি ঘড়িটাকে আশ্রয় করেছে ? ঠিক এই সময়ে ঢং ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। শেষ ঘণ্টা ধ্বনির রেশ মিলোতে না মিলোতেই, খাটের ওপর বসে থাকতে দেখলাম মংকুর মাকে। আজকে আবার বিয়ের বেনারসী পরে এসেছে। বেশ লাগছে দেখতে, শুভদৃষ্টির সময়ে আদেখলার মত যেভাবে ক্যাল ক্যাল করে চন্দন চর্চিত ফুলের মত মুখটির পানে চেয়েছিলাম, সেই ভাবেই চেয়ে রইলাম নতুন করে।

মুখ ঝামটা দিয়ে মংকুর মা বললে, 'আ মরণ। অমন করে কি দেখছ ?'

চিরন্তন ডায়ালগ বললাম আমি, 'এমনি করেই চিরকাল

স্বামীরা স্ত্রীদের দিকে তাকিয়েছে, আর এমনি করেই চিরকাল স্ত্রীরা স্বামীদের মুখঝামটা দিয়েছে।'

ফিক করে হেসে ফেলল মংকুর মা। বললে, 'দাড়ি কামাও নি কেন?'

'দাড়ি রাখব বলে?'

'মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে? তুমিই তো বলতে, হাক্সলী সাহেব বলেছেন, দাড়ির অ্যাফরোডিসিয়াক প্রপার্টি আছে।'

'অ্যাফরোডিসিয়াক প্রপার্টি!'

'আকাশ থেকে পড়লে যেন। যৌন উত্তেজক ক্ষমতা নেই দাড়ির? আজকালকার ছোঁড়াগুলো আজকাল এত দাড়ি রাখছে তো এই কারণেই—যদিও প্রেমের দেবতা অ্যাফরোডাইটের নাম পর্যন্ত কেউ শোনে নি।'

'মংকুর মা, তুমি আমার একটা সম্পদ ছিলে। মরে গিয়ে বড় বেকায়দায় ফেলে গেছ।'

'কথা ঘুরিও না, মংকুর বাবা। দাড়ি রাখছ কি প্রেম করবে বলে?'

'পাগল। ও জিনিসটা শুধু তোমাকেই করেছি—আর কাউকে করতে পারব না।'

'তবে?'

'ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল মংকুর মা। বললে, 'তুমি হবে ছদ্মবেশী? যার কলম দিয়েই কেবল মিথ্যে বেরোয়—মুখ দিয়ে নয়।'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'মংকুর মা, গতকাল তোমাকে বলেছিলাম না, হত্যাকারীর নাম-ঠিকানা পর্যন্ত আমার জানা হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, বলেছিলে।'

'কি করে জেনেছি, এবার তা শোনো। তার আগে, দাঁড়াও, আর এক গেলাস জিন খেয়ে নিই।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সবুজ

অ্যাম্বাসাডর মংকুকে চাপা দিয়ে পালালো যে রাস্তা দিয়ে, একদিন সকালের দিকে আমি স্কুটার নিয়ে রওনা হলাম সেই পথেই। মাইল দুয়েক গেলাম। আমাদের ছোট্ট শহর অনেক পেছনে— দেখাই যাচ্ছে না। চলেছি ধানক্ষেতের মাঝের পথ দিয়ে। হঠাৎ স্কুটার ঝপাস করে পড়ল জলভর্তি জায়গায়। সিমেন্ট বাঁধানো ব্রীজের ওপর দিয়ে ধানক্ষেতের জল যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। ব্রীজ নামেই—রাস্তার ওই জায়গাটুকুই কেবল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে বারোমাস জল যাচ্ছে বলে—বৃষ্টির সময়েও বাড়তি জলে যাতে রাস্তা ভেঙে না যায়, সেই কারণেই। আমার স্কুটার আচমকা এসে পড়ল এই জলা জায়গাকেই। সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল। মংকুর হত্যাকারীর গাড়িটাও নিশ্চয় এইভাবে এই রাস্তাতেই জলের ওপর এসে পড়েছিল। রক্তের দাগ ধুয়ে গেছল।'

'স্কুটারের সাইলেন্সারে জল ঢুকে যাওয়ায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছল। জল থেকে ঠেলে তুলে এখন কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তারপর কয়েকবার কিক করলেই আবার ইঞ্জিন স্টার্ট নেবে।'

'তাই ঠেলে ঠেলে স্কুটার নিয়ে গেলাম ওপরে। রাস্তাটা এখানে একটু ওপরে উঠে গেছে। দু-পাশে খেজুর গাছ। তারই ছায়াতে একটা কুঁড়েঘর। কতকগুলো ন্যাংটা বাচ্চা দৌড়ে এল হৈহৈ করে স্কুটারের দুরবস্থা দেখে, পেছন থেকে হেই-হেই করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল ওদের বাবাও। আমি দেখলাম, এই সুযোগ। এই লোকটাকেই জিজ্ঞেস করা যাক। গত অমাবস্যার রাতে এখান দিয়ে কোন সবুজ অ্যাম্বাসাডর গেছে কিনা।'

'মংকুর মা, তোমায় বলব কি, আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি যে এভাবে সফল হবে, ভাবতেও পারিনি। এতদিন বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি—এই প্রথম দেখলাম, আমার কাল্পনিক যুক্তিরও ভিত আছে।...লোকটা বললে, হাঁ, গত অমাবস্যার রাতে হুড়মুড় করে একটা সবুজ গাড়ি এসে পড়েছিল জলে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে

যেতেই বাচ্চাগুলো ঘিরে ধরেছিল। ড্রাইভার ভেতরের আলো জ্বালিয়ে দিতেই পাশের মেয়েটা খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, রাম, আলোটা নেভাও!'

এই পর্যন্ত শুনেই, মংকুর মা, আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। সবুজ গাড়িতে তাহলে একটি মেয়ে ছিল। গাড়ি যে চালাচ্ছিল, তার একান্ত অন্তরঙ্গ যে, নইলে নাম ধরে ডাকত না। উত্তেজিত হয়েও মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করে জেরা ক— গেলাম। জানলাম, অ্যাম্বাসাডর যে চালাচ্ছিল, তার চেহারাটা সার্কাসের বারবেল তোলা ব্যায়ামবীরের মত, কাঁধে ডুমো মাংসপেশী লাল টকটকে নাইলন ভেস্ট ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছিল। বয়স বড়জোর চব্বিশ। মাথায় লম্বা চুল—মাদুর্গার অসুরের মত। চোখদুটো লাল। গায়ের রং মিশমিশে কালো। সব মিলিয়ে চোয়াড়ে চেহারা—চৌকোণো চোয়াল দেখলেই তা বোঝা যায়। গাড়িটাকে প্রায় একলাই ঠেলে এনেছিল জলা জায়গার বাইরে।

সে তুলনায় পাশে বসে থাকা মেয়েটাকে দেখতে ডানা কাটা পরী বললেই চলে। পিঠজোড়া ফুরফুরে চুল। ধনুকের মত বাঁকানো ভুরু। গোলাপী গোলাপের মত মুখখানা। এত মিষ্টি মুখ বড় একটা দেখা যায় না। ব্যাটাছেলের মত ফুলকাটা পাঞ্জাবি পরে চোয়াড়ে লোকটার ঠিক পাশেই সামনের সীটে বসেছিল মেয়েটা—বয়স যার বছর পঁচিশের বেশি নয় কোনমতেই। চোয়াড়ে লোকটা আলো জ্বালিয়ে দিতেই ঝট করে মুখটা অন্য পাশে ঘুরিয়ে নিয়ে মেয়েটা খেঁকিয়ে উঠেছিল, রাম, আলোটা নেভাও।...আসলে যেন মুখ লুকোতে চেয়েছিল মেয়েটা। রাম যার নাম, সে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেটটা সীট থেকে তুলে নিয়েই আলো নিভিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যা দেখবার দেখে নিয়েছিল কুঁড়েঘরের গেঁইয়া লোকটা।

মেয়েটা মুখ ফিরিয়েও মুখ আড়াল করতে পারে নি। এ মুখ ওর চেনা—এই সেদিন দেখে এসেছে শহরের সিনেমায়। সুমির বিয়ে—বায়োস্কোপে সুমির পার্ট যে করেছে—এ সে।

মংকুর মা, আমার তখনকার আনন্দ তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শহর থেকে দু-মাইল এসেই পেয়ে গেলাম হত্যাকারীর নাম, তার সঙ্গিনীর নাম। এবার চাই তার ঠিকানা।

গেলাম কলকাতায়—টালিগঞ্জ পাড়ায়। আমার একটা উপন্যাস ফিল্ম করার প্রস্তাব এনেছিল যে প্রোডিউসার, তাকে স্টুডিওতেই পেলাম। পাকড়াও করে জানতে পারলাম, সুমির বিয়ে ছবিটায় সুমির পার্ট কে করেছে।

প্রোডিউসার আঁচ করে নিলে, আমি নাম জানতে চাইছি কেন। নিশ্চয় আমার নতুন ফিল্মে নামাতে চাই? আমি বললাম, ঠিক ধরেছেন। ওই রকম স্মার্ট মেয়েকে পেলেই আমার এই উপন্যাসটা আপনি ফিল্ম করতে পারেন। ও ছাড়া নাম ভূমিকায় আর কাউকে মানায় না।

'মংকুর মা, মেয়েটার নাম সুমিতা। থাকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা চোদ্দতলা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে। নাম-ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার জেনে নিয়ে কিন্তু আর মেয়েটির সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলাম না। সুমির বিয়ে—যে হলে দেখানো হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে ছবিটা দেখলাম। আমার দেহের সমস্ত রক্ত তখন মুখে এসে জড়ো হয়েছিল নিশ্চয়। তারপর চলে এলাম এইখানে—দাড়ি গজাবো বলে।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। জিন ঢাললাম গেলাসে। চক করে র জিন গলায় ঢেলে দিতেই মংকুর মা হা হা করে উঠল, 'করছ কি। করছ কি! লিভারটা যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'যাক, নার্ভটাকে শক্ত করা দরকার এখন। ওই মেয়েটার

সঙ্গে এবার আমি আলাপ জমাবো। ওর পেট থেকে বার করব রামের ঠিকানা। তারপর মংকু যত কষ্ট পেয়ে মারা গেছে, তার হাজার গুণ কষ্ট দিয়ে মারব তাকে।...ও কী মংকুর মা, চললে নাকি?'

একটা কথাও না বলে যেন রাগ করেই বাতাসে মিলিয়ে গেল মংকুর মা। তারপরই শুনলাম পিসির গলা।

'বুনো, আবার পাগলের মত চেঁচাচ্ছিস?'

পাগল! পাগল আমি! ঈশ্বরী পিসি, মংকুর হত্যাকারীকে হত্যা না করতে পারলেই জানবে আমি পাগল হয়ে যাব—নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাব। দিনরাত এই উৎকণ্ঠা, এই উত্তেজনা, এই যন্ত্রণা সইতে পারছি না বলেই জিন ধরেছি। শেষ পর্যন্ত মদও আর আমার নার্ভকে ঠিক রাখতে পারবে না—তার আগেই... হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার আগেই মহাপাপিষ্ঠ ওই রামকে আমি যমালয়ে পাঠাব।

সেই সঙ্গে সুমিতাকেও পাঠাব কিনা ভাবছি। মংকুর হত্যায় তার হাত কতখানি ছিল, না-জানা পর্যন্ত মনস্থির করতে পারছি না। দাড়িটা যখন বেশ গজিয়ে উঠল, তখন একদিন কলকাতায় গেলাম। হোটেলে উঠলাম। সুমিতাকে ফোন করলাম। বললাম, আমি কে। প্রোডিউসারের একটা চিঠি সঙ্গেই ছিল। সেইটা নিয়ে গেলাম চোদ্দতলায় হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রাত আটটায়। গল্পগুজব করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠব। আমি উঠেছিলাম রাসেল স্ট্রীটের একটা হোটেলে। অভিযানে রওনা হওয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম নিজের দিকে। মংকুর মা যখন আমাকে বিয়ে করেছিল, তখন আমার হাইট ছিল পাকা ছ' ফুট। ফর্সা টকটকে। ধারালো নাক। নাকের নিচে সরু গোঁফ। ব্যায়াম করতাম নিয়মিত। তাই চাবুকের মত পেটানো শরীর। হাইট এখন বোধ হয় একটু

কমেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের ভারট্রিব্রার অ্যাটিলেজ-গুলো একটু সঙ্কুচিত হয়েছে। ফলে, আধ ইঞ্চিটাক হাইট কমেছে। সব মিঞারই কমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা যেন একটু প্রকট হয়েছে ঈষৎ ঝুঁকে চলার অভ্যাস করার ফলে। ঘাটতিটুকু মিটিয়ে নিয়েছি দাড়ি রেখে, চোখে নিয়েছি হালকা নীল চশমা। পাওয়ারলেস ফ্রেমলেস চশমা। ফলে, আমার চেহারা একেবারে পালটে গেছে। এখন নতুন করে শুভদৃষ্টি করলেও মংকুর মা আমাকে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। এই পর্যন্ত ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখলাম, মংকুর মা পেছনে হাওয়ায় ভাসমান অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। দুই চোখে সেই বিষাদ।

বললাম, 'কি দেখছ?'

মংকুর মা বললে, 'তোমার পরিবর্তন।'

'গত সাত মাস ধরে রোজ রাতে এসে এই একই কথা অনেক-বার বলেছ মংকুর মা। নতুন কিছু বলো।'

'ভুল করছ। ওই মেয়েটার কাছে যেও না।'

আমি হাসলাম। আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখলাম, মংকুর মায়ের প্রেতিনী শরীরটা আস্তে আস্তে হাওয়ার মধ্যেই গলে মিলিয়ে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'মংকুর a', মংকুর মা। আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছো। আমি এও জানি, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। কিন্তু তুমি যা চাইছ, তা হবে না। মংকুকে যে খুন করেছে, তাকে আমি খুন করবই। আমার এই ছদ্মবেশ সেই কারণেই। ও অঞ্চলের কেউ যেন আমাকে হঠাৎ দেখে চিনতে না পারে যে, আমি বনস্পতি বিশ্বাস—মংকুর বাবা।'

কানের কাছে ফিসফিস করে বললে মংকুর মা, 'ভুল। ভুল। সব ভুল। এই তো, আমি তোমার কাছে রয়েছি। মংকুও তোমার কাছে রয়েছে। তবে কেন এমন করছ?'

দরজার ওপর নক করার আওয়াজ ভেসে এল। হোটেলের বেয়ারা। আমার চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে। অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বললে, 'স্যার, ডাকছেন?'

এই এক আপদ। নির্জনে মরা বউয়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দেবে না। ঈশ্বরী পিসি তো এই সাত মাসে ধরে নিয়েছে, আমি পাগল হয়ে গেছি। এই আপদটার চোখেও দেখছি সেই চাহনি। ভাবছে আমি পাগল। রাগ সামলে নিয়ে বললাম, 'ট্যাক্সি ডাকো।'

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের একদম চোদ্দতলার ফ্ল্যাটে বোতাম টিপতেই ডিং ডং আওয়াজ শুনলাম ভেতরে। তারপরেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে সুমিতা নিজে।

এই আমাদের প্রথম সামনাসামনি দাঁড়ানো। সুমিতার মুখে মৃদু হাসি। মোহিনী হাসি তাকে বলব না। কেননা, অমন মিষ্টি মুখে এ হাসি আসে না।

বললে, 'বনস্পতি বিশ্বাস।'

বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই বনস্পতি বিশ্বাস।'

শুধু বললাম না, বনস্পতি বিশ্বাস নামটা আমার আসল নাম নয়। আমার বাপ-মা আমাকে এ নাম দেয় নি। দিয়েছি আমি নিজে। যখন ডিটেকটিভ গল্প লিখব ঠিক করলাম, এ নাম মাথায় এসেছিল তখন থেকেই। আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম বনজ বিশ্বাস ওরফে বুনো। কিন্তু বনস্পতি নামটার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যে শুধু লেখকের নামেই বই কাটতি হয় অন্ততপক্ষে শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশি। প্রোডিউসার নিজেও আমাকে যে পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন, তাতে বনস্পতি বিশ্বাস নামই আছে। সুমিতা তাই জানে না আমি মংকুর বাবা বুনো

বিশ্বাস—বনস্পতি আমার ছদ্মনাম।

মিষ্টি হেসে দু'হাত তুলে নমস্কার করে সুমিতা বললে, 'আসুন।'

বসবার ঘরটা একদম সাদা রঙের। মেয়েটার রুচি আছে, আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে দেওয়াল পর্যন্ত ধবধবে সাদা। পাশেই ডাইনিং রুম। সেখানকার ফ্রিজ, খাবার টেবিল, দেওয়াল আলমারি—সবই সাদা। এই সাদা পরিবেশে জমে উঠল প্রথম পরিচয়। সুমিতা অভিনেত্রী—সুতরাং সে অভিনয় করে যাবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে অভিনয় করে যাওয়াটা কষ্টকর। তাও করে গেলাম একটি মাত্র অভিসন্ধি বুকের কন্দরে গোপন করে রেখে—তা হল মংকুর হত্যাকারীকে হত্যা করা।

সে রাতে আহার পর্ব সমাধা হওয়ার পর, আমি পালটা আমন্ত্রণ জানালাম সুমিতাকে আমার হোটেলে। সুমিতা এল যথাসময়ে। আগের চাইতেও অনেক উদ্দাম হল কথাবার্তা। তার পরেও একদিন আমি ইনভাইট করলাম ডিনারে—এবার অন্য হোটেলে—আরো বড় হোটেলে। সেবারেও সুমিতা এল। খাওয়া-শেষ হওয়ার পর ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছি, তখন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলে সুমিতা, 'আমার পেছনে এত খরচ আপনি করছেন কেন?'

থতমত খেয়ে গেছলাম আচমকা প্রশ্নে, তৈরি ছিলাম না বলেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারি নি। সুমিতা এই ক'দিন খুব সহজ-ভাবে মিশেছে, মন খুলে অনেক কথাও বলেছে। ভেবেছিলাম, ওর অভিনয়ের খোলস খসে পড়ছে। এখন দেখলাম তা নয়। ও অভিনয়ই চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমার অভিনয়টাও ধরে ফেলে আসল অভিপ্রায় জানতে চাইছে। জানতে চাইছে, না যাচাই করতে চাইছে?

আমার দাড়িটা যে মংকুর মৃত্যুর সময়ে ছিল না এবং মংকু যে আমারই ছেলে। এটা কি জেনে ফেলেই সোজা চার্জ করছে সুমিতা?

জানি না, মুখের ভাবে মনের আতঙ্ক ধরা পড়ল কিনা। মুখে হাসি টেনে বলেছিলাম, 'এতদিন পরে এ প্রশ্ন কেন?'

'শুধু অভিনয় করানোর জন্যে কেউ তো এত টাকা অ্যাকট্রেসের পেছনে ওড়ায় না। আমরাই বরং চান্স খুঁজি—স্টার তো এখনো হতে পারি নি। তাই জানতে চাই, কেন আমার পেছনে এত টাকা ওড়াচ্ছেন?'

সোজা চোখে চোখ রেখে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে পর পর শব্দগুলো উচ্চারণ করে গেল সুমিতা. তার প্রতিটি শব্দ তীরের মত গেঁথে গেল আমার অন্তরে।

চোখে চোখ রেখেই বললাম একই রকম হাসি হাসি মুখে, 'সুমিতা—তোমাকে আজ থেকে সুমিতাই বলব—তুমি কি জানো, আমার অনেক টাকা? শুধু বই লিখেই নয়—আমার পৈত্রিক সম্পত্তি এত আছে যে সারা জীবন বসে বসে খেলেও সে টাকা ফুরোবে না। তাই শিল্প-সাহিত্যের সাধনা করি—পেটের চিন্তা করতে হয় না বলে। এই সাধনার পথেই দেখা পেয়েছি। তোমাকে ভাল লেগেছে। যাকে ভাল লাগে, তার অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা মানুষ মাত্রই করে। আমিও করছি এবং করব। আমি মনে করি না, এর মধ্যে কোন অপরাধ আছে। কিন্তু তুমি যদি একে অপরাধ বলে মনে করো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় মুখচেনা পর্যায়েই রেখে দেব—তার বেশি নয়।'

এ শ্রেণীর মেয়েদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। অমন তেজ আর ফণা অনেক দেখেছি। বিষ নামাতে হয় কি করে, সে মন্ত্রও আমার জানা। সেই ওষুধই দিলাম: সেই মন্ত্রও পড়লাম। থেমে থেমে, প্রতিটি শব্দে মনমন্দিরের সমস্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে। কৃত্রিম উচ্ছ্বাস।

ওষুধ যে ধরেছে, তা বুঝলাম সুমিতার নরম হয়ে আসা চোখ আর চোয়ালের রেখা দেখে। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চোখের মধ্যে

চেয়ে থেকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বললে, 'ইউ নটি ওল্ড বয়। ইউ লাভ fir, তাই না ?'

আমি জবাব দিলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম ওর কৌতুক বিছানো দুষ্টুমি নাচানো দুই চোখের পানে।

সেই রাত্তেই হোটেলের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম জানলার সামনে। তারপর সে এল। আমার পাশটিতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আলোকোজ্জ্বল দুই চোখ তুলে বললে, 'কি গো বর ? খুব যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'মংকুর মা, ডুবে ডুবে তো খাচ্ছি না। যা করছি, প্রকাশ্যে করছি। তোমাকে জানিয়ে করছি।'

'মেয়েটাকে ভালবাসো ? সত্যি ?'

এবার ফিরে দাঁড়ালাম। ওর চোখের দিকে চেয়ে বললাম, 'সুনয়নী, তোমার এই চোখ দেখে যে মরেছে, তাকে কি আর কেউ মারতে পারবে ?'

'মিছে চেষ্টা করছ মংকুর বাবা, তোমার সব প্ল্যান আমি ভণ্ডুল করে দেব। রামকে তুমি খুন করতে পারবে না।'

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'রামের ওপর বড় মায়া দেখছি।'

'তবুও ভাল, অন্য কিছু বলে বসো নি। যা ঈর্ষাকাতর তুমি।'

'আমি !'

'মানে, আগে ছিলে তো ?'

'রামের চেহারার যে ডেসক্রিপশন পেয়েছি, তাতে তোমার মত প্রেতিনী অন্তত তার প্রেমে পড়বে না।'

'পড়তেও তো পারে।'

'তোমার সঙ্গে বাজে আলোচনা করতে চাই না মংকুর মা। আমার প্ল্যানটা শুনে রাখো। এর পরেই সুমিতার সঙ্গে যাব রামের অযোধ্যায়।'

'সীতাকে হরণ করতে ?'

'পেত্নী হয়েও তোমার কচকেমি গেল না এখনো।'

'সাতজন্মেও যাবে না। কিন্তু মংকুর বাবা, তুমি কি খোঁজ নিয়েছো, রামের সঙ্গে সুমিতার সম্পর্কটা কি?'

'এই তো দু-দিনের আলাপ। এর মধ্যেই অত কথা জানা যায় নাকি। জিজ্ঞেস করলে সন্দেহ হবে না?'

'আগুন নিয়ে খেলছ কিন্তু। রাম লোকটা দুর্দান্ত।'

'আগুন নিয়ে খেলছি না, মংকুর মা, আগুন নেভাতে চলেছি—জম্মের মত রাম লোকটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে সমাজের কতবড় একটা মঙ্গল করব বলো তো?'

'তুমি কে? যা করবার তিনিই করবেন।'

'ঈশ্বর? তুমি এখনো সেই চারশো বিশ ভদ্রলোকটাকে মানো! ঈশ্বর! যে আমার মংকুকে নিয়ে গেছে, তোমাকে নিয়ে গেছে—সেই হৃদয়হীন ভদ্রলোকটার ওপর এখনো তোমার আস্থা আছে?'

'মংকুর বাবা, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।'

'তাই একটা বাচ্চা ছেলেকে এই নির্মমভাবে গাড়িচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রাম নামক আর একটা চারশো বিশ লোককে দিয়ে।'

'মংকুর বাবা, তাঁর সমালোচনা করার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাও।'

'তাই তো করছি। ভালভাবেই করছি। জাল কি রকম ছড়িয়েছি, দেখতে পাচ্ছ না? পালিয়ে রাম যাবে কোথায়? আমার নাম বনস্পতি বিশ্বাস।'

'চললাম। তোমার সঙ্গে আজকে আর কথা বলতেও ভাল লাগছে না।'

'যেও না—দাঁড়াও।'

হাওয়াকেই বললাম কথাটা। মংকুর মা রাগ করেই মিলিয়ে

আমি কিন্তু থেমে রইলাম না। ঈশ্বর-কিশ্বর আমি মানি না। মংকুর মা একটা মা দুর্গার ছবি বাঁধিয়ে পুজো করত। মংকু গাড়িচাপা পড়ার পর সেটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি a, কাউকে মানি না—নিজের এই ব্রেন, এই বুদ্ধি, আর এই হাত জোড়া ছাড়া। এই তিন শক্তি দিয়ে Q আমি করবই করব রাম নামক পিশাচ প্রকৃতির সেই লোকটাকে। ঈশ্বর স্বয়ং এলেও আমাকে আটকাতে পারবে না—মংকুর মা তো নয়ই।

এর পরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে চলল। সুমিতা হঠাৎ আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ল একটু বেশি রকম। আমার টাকার গন্ধে কিনা বলতে পারব a, আমার পাঠান চেহারার জন্যেও হতে পারে—মিষ্টি মেয়েটা এবার যে খেলা শুরু করলে আমার সঙ্গে, 41 কথায় তাকে বলা চলে প্রেম-প্রেম খেলা। মেয়েরা চিরকালই mi—

————————, ——— চলে না ; অঙ্কের হিসেবে চলে। সুমিতা

হিসেবী। সিনেমার লাইনে সুচিত্রা সেনের

মত গ্লামার তার নেই। কিন্তু চটক আছে। আর এই চটক মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা দিয়ে বনস্পতি বিশ্বাস নামক বড় মাছটাকে খেলিয়ে যদি বঁড়শিতে গাঁথা যায় তো মন্দ কী!

বনস্পতি বিশ্বাস তাই চায়। খেলতেই চায়। দ্রুত এগিয়ে চলল তাই প্রেম-প্রেম খেলা। মুড়ি মুড়কির মত টাকা ওড়াতে লাগলাম আমি। রুপোর চাকতি দিয়ে পৃথিবী বশ করা যায়, সুমিতা তো নগণ্য একটা রূপসী—রুপোর কাঙাল রূপসী। তাই তাকে বশ করলাম দুদিনেই। প্রেম-প্রেম খেলার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চাই না। এটা প্রেমের কাহিনী নয়—খুনের কাহিনী। সুমিতা যেদিন নিজে থেকে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মাথা নামিয়ে এনে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বললে, 'বনস্পতি, তুমি আমার বুনোপতি।'

সেদিন কিন্তু আমি আবেশে বিহ্বল হই নি—আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম। ওর কোমল বাহু বেষ্টনের মধ্যে উদ্বেগে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বুনো নামটা সুমিত্রার গলায় কোনদিন শুনব ভাবতে পারি নি। এ যে আমার আসল নাম—মংকুর বাবার নাম। সুমিত্রা কি তাহলে জেনে ফেলেছে আমি কে, কেন মিশছি তার সঙ্গে? ছলনার জবাব ছলনা দিয়েই দিয়ে যাচ্ছে? তাই কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কথা সরে নি আমার। সুমিত্রা কিন্তু আমাকে জোর করে টেনে এনে ওর সাদা ঘরের সাদা ডিভানে শুইয়ে দিয়ে নিজে সাদা মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আমার বুকের ওপর মাথা রেখে কি গাঢ় স্বরে আবার বলেছিল, 'বুনোপতি, আমাকে তুমি বড্ড ভালবাস, না?'

শুকনো গলায় বলেছিলাম, 'কি বুনো বুনো করছ, আমি কি বুনো?'

হেসে উঠে আমার ঠোঁট কামড়ে দিয়ে সুমিত্রা বলেছিল, 'বুনোই তো। এক মুখ দাড়ি। চোখদুটো বাঘের চোখের মত কটা। তুমি বুনো ছাড়া কী? জংলী কোথাকার।'

বুকের ভেতরটা অনেকটা হালকা হয়ে এসেছিল বুনো নামের উৎপত্তিরহস্য শুনে। আমার আসল নাম ও তাহলে জানে না। সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ জংলী—যাদের তারা ভালবাসে। সুমিত্রা তাই আদর করে ডাকছে আমাকে বুনোপতি বলে। ডাকো সুমিত্রা, প্রাণ ভরে ডাকো। কিন্তু আমি তোমায় উষ্ণ অধর চুম্বনে অথবা মদির বাহুবেষ্টনে কর্তব্যবিস্মৃত হব না। মংকুর হত্যাকারীর কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে তাই একান্ত নিবিড় এই সান্নিধ্য এবং মোহময় মুহূর্তের সুযোগটুকুর সদব্যবহার করলাম অতিশয় নিপুণভাবে। দু-হাত সুমিত্রার অনাবৃত কটিদেশে রেখে বললাম, 'চলো সুমিত্রা, দুদিন কোথাও ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবে বলো। আমারও অনেকদিন বাইরে যাওয়া

হয় নি। কলকাতা আর ভাল লাগছে না।'

'শেষ কোথায় গেছলে বলো', সেই বুঝে ঠিক করব আর কোথায় যাওয়া যায়।'

'তেমন নাম করা কোন জায়গায় নয়—দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি।'

'সেটা কোথায়?'

যে জায়গার নাম বলল সুমিতা, তা আমার শহর থেকে দশ মাইল দূরের একটা ছোট্ট টুরিস্ট সেণ্টার। বঙ্গোপসাগরের ধারে। রক্ত উত্তাল হল নামটা শোনা মাত্র।

বললাম, 'আরে, ওখানে তো আমারও যাতায়াত আছে। আমার এক বন্ধু থাকত ওখান থেকে দশ মাইল দূরের একটা ছোট্ট টাউনে।'

'কোথায়?'

নামটা বললাম। খুব সহজ ভাবেই বললাম। যদিও বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটাকে যেন আর বাগ মানাতে পারছিলাম না। সুমিতার মাথা রয়েছে আমার বুকের ওপরেই। বুকের দুরমুশ পেটার শব্দে যদি সন্দেহ হয়, তাহলেই সর্বনাশ। নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে—মুখটা যেন শুকিয়ে গেল সুমিতার। পলকের জন্যে আড়ষ্ট হল ঠোঁট। চোখ সরিয়ে নিলে আমার চোখ থেকে।

বললে প্রাণহীন স্বরে, 'তাই নাকি?'

আমার যা বোঝবার, তা বোঝা হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। মংকুকে ওই শহরেই গাড়ি চাপা দিয়েছিলে সুমিতা, তাই নামটা শুনেই তোমার কোমল তনু কঠিন হল, সহজ চাহনি বক্র হল, নরম অধর শক্ত হল। সুমিতা, পড়কা নম্বর প্রমাণ পেলাম, এই অসহজ হয়ে ওঠা থেকে। তোমাকে আমি ছাড়ছি না—মংকুর হত্যাকারীর খুনিকা তুমি— তোমাকে আমি ছাড়ছি না। বললাম, ওর মুখটা আমার মুখের কাছে টেনে নিয়ে, 'সুমিতা, চলো,

তোমার দিদি-জামাইবাবুর কাছেই আবার যাওয়া যাক।'

ক্ষণেক স্তব্ধতা। ধাঁধায় পড়েছে সুমিতা। হঠাৎ অনেকখানি এগিয়ে গেলাম না তো? আবার আমার চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে সুমিতা। সেকেণ্ড কয়েক পরে বললে, 'দিদি খুব খুশি হবে।'

'আর জামাইবাবু?'

ফিক করে হেসে ফেলল সুমিতা, 'আরও খুশি হবে।'

'কেন?'

'শুনবে?'

'কেন শুনব না?'

'শুনলে মন খারাপ হবে না তো?'

'আমার মনটা কি কাদামাটি দিয়ে তৈরি?'

'তা ঠিক। তুমি তো আমার বুনোপতি। জামাইবাবুর নামটা রামচন্দ্র। সাক্ষাৎ রামই বটে। দুনিয়ার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়। আর আমি যে তার শ্যালিকা—কাউ গিন্নী।'

হেসে বললাম, 'এই ব্যাপার? এতে মন খারাপ হওয়ার কি আছে? এই পৃথিবীতে কোন পুরুষ বিয়ের পর শালীকে নিয়ে প্রেম করে না বলতে পারো? বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলছে।'

'বিয়ে! রামকে বিয়ে! রাম বলো! যা গরিলার মত চেহারা। স্বভাবটাও তাই।'

'মানে?'

'আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে।'

'এখনই বল না।' দাড়ি ঘষে দিলাম সুমিতার গালে।'

'উফ! সুড় সুড় করছে যে!'

'তাহলে বলো।'

'রাম কিন্তু দিদিকে সুখে রাখে নি। দিদি বেচারা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। দিদির ছেলেটা পর্যন্ত বাপকে ভালবাসতে পারে নি ওই চণ্ডাল স্বভাবের জন্যে। অত মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে

অষ্টপ্রহর থাকলে কি কারো বউ-বাচ্চা সুখে থাকে?'

'তুমিও সেই মেয়েমানুষদের দলে ভিড়েছিলে সুমিতা।'

'বাজে কথা বোলো না।' শক্ত শোনালো সুমিতার গলা।

'তবে?'

'আমাকে জোর করেছিল। আমি রাজী না হলে দিদির ওপর অত্যাচার বাড়ত—মারধোর পর্যন্ত চলত। তাই—'

'তাই জামাইবাবুকে ঠাণ্ডা করলে নিজেকে দিয়ে।'

চোখে চোখে আর চাইতে পারল না সুমিতা। আমার দাড়ির মধ্যে সরু সরু আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বললে, 'পুরোপুরি কাউকে দিই নি বুনোপতি—যদি দিই তোমাকেই দেব।' বলেই সশব্দে ঠোঁটের ওপর চুমু দিয়ে বললে, 'চলো যাই দিদি-জামাইবাবুর কাছে।'

'গিয়ে তো আবার জামাইবাবুর খপ্পরে পড়বে?'

'খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যেই তো যেতে চাই। গিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, সুমিতা আর ছাড়া গরু নয়—বাঁধা পড়েছে। ধরতে এলে বিপদ আছে। তোমার চেহারাটাও কম নয়। তারপর তোমার ওই বাঘ-চাউনি।'

'গরিলার পেছনে বাঘ লেলিয়ে দিতে চাও?'

হেসে উঠে আমার বুক থেকে উঠে পড়ল সুমিতা, 'ভয় পাচ্ছ?'

'তা পাচ্ছি বৈকি।'

দাড়ি খামচে ধরে সুমিতা বললে, 'বুনোপতি, ভয় পাওয়ার পাত্র তুমি নও। তোমার অসাধ্য কিছু নেই—তোমার ওই চোখ দুটোই তার প্রমাণ। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিতে তুমি পারবে না, যত অভিনয়ই করো না কেন।'

বুকের রক্ত চলকে উঠল শেষ কথাটা শুনে। ধরা পড়ে গেছি নাকি? কতটুকু জেনেছে সুমিতা আমার সম্বন্ধে?

পরের দিনই ভোরবেলা সুমিতার সাদা ফিয়াট গাড়ি নিয়ে

রওনা হলাম দুজনে। চমৎকার ড্রাইভ করে সুমিতা। কলকাতা ছাড়িয়ে আসার ছ'ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম সেই শহরে যেখানে মংকু জন্মেছে, খেলা করেছে এবং মারা গেছে। এই রাস্তা

ধারের ছোট্ট টুরিস্ট সেন্টারে যাওয়ার দ্বিতীয় রাস্তা আর নেই। আড়চোখে লক্ষ্য রাখছিলাম সুমিতার মুখের ওপর। যে ল্যাম্পপোস্টের গা ঘেঁষে গিয়ে সবুজ অ্যাম্বাসাডর মংকুকে at?\ দিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাটাতে এসে ওর উচ্ছলতা কিছুক্ষণের জন্যে উবে গেল। চোখের কোণ দিয়ে জায়গাটা দেখেও নিল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হল

ব্যস্ত আমিও হয়েছিলাম। আমার একমুখ দাড়ি আর নীলাভ চশমার আড়ালে যদি কেউ আমাকে চিনে ফেলে, তাহলেই মুস্কিল I সুন্দরী মেয়ের পাশে বসে চলেছি বউ আর ছেলের মৃত্যুর ধারণাটা স্থানীয় লোকদের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট [illegible] চাই না। সুমিতা ঠেলাগাড়ি আর সাইকেল রিক্সার ভিড় কাটিয়ে দ্রুত পেরিয়ে এল জায়গাটা। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আড়চোখে দেখলাম সটান সামনে তাকিয়ে আছে সুমিতা। চোয়াল শক্ত। মুখে কথা নেই।

বললাম বেশ হালকা গলায়, 'কিগো সুন্দরী, হল কি তোমার ?'

চমকে উঠল যেন সুমিতা। যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বললে, 'কি আবার হবে। ভাবছি, জামাইবাবু তোমাকে রাবণের মতই আপ্যায়ন করবে কিনা।'

'আর তুমি সেই রাম-রাবণের যুদ্ধটা দেখবে পরমানন্দে ?'

'ঠিক উল্টোটা ঘটিয়ে ছাড়তে পারি তো ?'

'কী ?'

'রামের হাতে রাবণের মৃত্যু হবে না—রাবণই মারবে রামকে।'

কি কষ্টে যে চমকানিটা সামলেছি, তা আমিই জানি। কো ফাঁদে নিয়ে চলেছে সুমিতা ? আবার কি রাবণবধের আয়োজন

করছে রামের হাতে ? ও কি সত্যিই জেনে ফেলেছে, আমি কে ? প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগায় নি তো আমার পেছনে ? ওর প্রত্যেকটা কথাই তো দেখছি দ্ব্যর্থক—দুটো মানে রয়েছে। ছলনার খেলায় আমি কি হারছি ? সুমিতা কি জিতছে ?'

হেসে বললাম, 'তাতে তোমার লাভ ?'

'আমার লাভ রাবণ—দিদির লাভ শান্তি।'

'কি আজেবাজে বকছ। জামাইবাবুর মৃত্যু কামনা করছ ?'

'তুমি জানো না, কি চীজ আমার এই জামাইবাবু। এত নিষ্ঠুর মানুষ আর কখনো দেখি নি। একের নম্বরের কশাই। হাসতে হাসতে বাচ্চা ছেলেকে পর্যন্ত গাড়ি চাপা দিতে পারে স্রেফ মজা করার জন্যে।'

আবার ছুরমুশ পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। অপরাধ বিজ্ঞান বলে, হত্যাকারী হত্যার জায়গাতেই ঘুরে ফিরে আসতে চায় অদৃশ্য আকর্ষণে। হত্যাকারীর সঙ্গিনী সুমিতাও এসেছে সেই আকর্ষণে। শুধু আসে নি, অজ্ঞাতসারে হত্যাকারীর মানসিকতা আর হত্যার কাহিনী আস্তে-আস্তে বলে ফেলছে।

বললাম সহজ গলায়, 'বাচ্চাছেলেকে গাড়ি চাপা। সে তো অমানুষের কাজ।'

'অমানুষই তো।'

'এরকম কাউকে দিয়েছে নাকি ?'

আর মুখে কথাটি নেই সুমিতার। হঠাৎ যেন রাস্তার ওপরকার গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বড্ড বেশি। জবাব আর দিল না।

আমিও আর জিজ্ঞেস করলাম না। জবাব না দিয়েই ও জবাব দিয়ে ফেলেছে। আবার জিজ্ঞেস করলে এখন সন্দেহ হবে। শিল্পী জানে, ঠিক কোন্‌খানে থামাতে হয়। আমিও ছলনার শিল্পে হাত পাকাচ্ছি, আর এগোনো এখন অনুচিত।

তাছাড়া সামনেই আসছে আর একটা পরীক্ষা। রাস্তার ওপর দিয়ে ধানক্ষেতের জল বয়ে যাচ্ছে যেখানে, সেখানে সবুজ অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়েছিল বলে কুঁড়েঘরের লোকটি সুমিতাকে চিনে ফেলেছিল, সেই জায়গার ওপর দিয়েই এবার যেতে হবে সুমিতার ফিয়াটকে। দেখি, কি রকম ভাবান্তর ঘটে ওঁর মুখের চেহারায়। দেখি সে কতবড় অভিনেত্রী।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল সেই জায়গা। দূর থেকেই দেখতে পেলাম রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে জল যাচ্ছে, আবার সেই রাস্তা ওপরে উঠে গেছে—উঁচু জায়গায় সেই কুঁড়েঘরটা দেখা যাচ্ছে। খেজুর গাছ-গুলোর ছায়ায়।

চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম সুমিতার মুখের দিকে। আবার নির্বাক হয়ে গেছে মেয়েটা। হু-হু করে গাড়ি নেমে এল জলা জায়গায়। স্পীড এখন কমাতেই হবে। কিন্তু কমাতে না পারলেই যেন বাঁচে সুমিতা। যেন ওই জায়গাটুকুর ওপর দিয়ে এরোপ্লেনের মত ডানা মেলে উড়ে যেতে পারলেই স্বস্তি পায়। -law আসর। আমিও সুযোগ বুঝে &। জোগালাম, .e- উদ্বেল সুক্তিতে, 'সুমিতা, m*, m* সাইলেন্সার বড় নিচু। জল ঢুকতে পারে।'

খুব আস্তে সুমিতা বললে, Wfi। ওখানে অ্যাম্বাসাডর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় সাইলেন্সারে জল ঢোকার জন্যে—ফিয়াট তো দাঁড়াবেই।'

আমার বুকের মধ্যে তখন ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু হয়েছে এ আনন্দ আমি রাখব কোথায়? কল্পনায় ডিটেকটিভ গল্প লিখি বলে, ডিটেকটিভগিরি করতে নেমেছিলাম। প্রথমেই যে ক'টা সূত্র আবিষ্কার করেছিলাম, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, তার প্রতিটি মিলে যাচ্ছে। রাম লোকটা যে নিচুশ্রেণীর তা ওর সবুজ

রং-প্রীতি দেখে আঁচ করেছিলাম—সুমিতা নিজের মুখেই তা বলছে। এখন বললে, ওখানে অ্যাম্বাসাডরও দাঁড়ায়। গাড়ির ফট ফট ফট আওয়াজে আমিই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম—মংকুকে চাপা দিয়েছিল একটা অ্যাম্বাসাডর। সব মিলে যাচ্ছে—স-ব। মংকুর হত্যাকারী—তোমার শেষদিনও আসন্ন। আমার সব প্ল্যানের শেষ প্ল্যান হল তোমাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা। ও প্ল্যানেও আমি সফল হবই হব—যেমনভাবে এতকাল হয়েছে আমার প্রতিটি কাল্পনিক খুনের প্লট আর রহস্য সমাধানের প্লটে। জায়গাটা যে নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে এসেছে ফিয়াট। বছরের এ সময়ে জল ওখানে বেশী থাকে না—তাই বেঁচে গেল সুমিতা। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলেই কুঁড়েঘর থেকে বাচ্চাগুলো দৌড়ে আসতই। তাদের বাবাও আসত। তারপর চিনে ফেলত সুমিতাকে। এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ায় বেঁচে গেল যেন সুমিতা। একটা উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় ফিরে এল ওর স্বাভাবিক স্ফূর্তি, উচ্ছল কথাবার্তা। আবার দু'পাশের ধানক্ষেত দেখে আরম্ভ হল প্রাকৃতিক শোভার প্রশস্তি। একটু একটু করে দেখা দিতে লাগল বালিমাটি। তারপর বালি... তারপর রাস্তাটা বিরাট একটা বাঁক নিতেই শালবনের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা গেল ফেনিল সমুদ্র। আরও কিছুদূর এইভাবে যাওয়ার পর গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা ফটকের সামনে। লোহার ফটক। দু'পাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা মস্ত কারখানা। ভেতরে টিনের চালা দেখা যাচ্ছে। ঠন ঠন আওয়াজ ভেসে আসছে—হাতুড়ি পড়ছে যেন লোহা আর টিনের ওপর। ফটকের মাথায় অর্ধবৃত্তাকার প্লেটে লেখা কারখানার নামটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হল।

প্লেটে লেখা 'রাম ছুট মোটর ওয়ার্কশপ'।

মোটর মেরামতির গ্যারাজ। আমার যুক্তি শৃঙ্খলের অন্যতম আংটা ছিল তাই। মংকুর হত্যাকারীর নিশ্চয় নিজস্ব মোটর

কারখানা আছে, তাই রাতারাতি সবুজ রং পাল্টে ফেলেছিল সবুজ অ্যাম্বাসাডরের—মেরামত করে নিয়েছিল তোবড়ানো মাডগার্ড।

রাম হুই। মংকুর হত্যাকারী রাম হুই। এইবার স্বচক্ষে দেখব তোমার অসুর মূর্তি। গ্যারাজের ফটক খুলে গেল হর্ন বাজাতেই। নেপালী দারোয়ান সুমিতাকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে পাল্লা খুলে দিলে পুরোপুরি। সুমিতা কিন্তু গাড়ি নিয়ে ভেতরে গেল না।

বললে, 'সাবকো বোলাও।'

আধ মিনিট পরেই বেরিয়ে এল ইম্পোর্টেড জীনপ্যান্ট আর জীনের জ্যাকেট পরা মুশকো চেহারার রাম হুই। যে চেহারা এতদিন মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলাম, হুবহু তাই। ডুমো ডুমো মাংসপেশী, ঘাড় আর গর্দান এক করে দিয়েছে। সরু কোমর। চওড়া বুকের পাটা। মিশকালো গায়ের রং। থ্যাবড়া নাক। অমার্জিত মুখভাব। নিষ্ঠুরতা নাকের পাটায়। দৃঢ়তা ঠেলে বেরিয়ে আসা চিবুক। এমন লোককেই খুনী হওয়া মানায়। এমন লোককে খুনী সাজিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে জজ এবং জুরীদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হয়ে যাবে—খুনীকেই দেখছে চোখের সামনে। কিন্তু রাম হুই, তোমাকে কাঠগড়ায় ইহজন্মে পৌঁছতে দেব না আমি। আমি বনস্পতি বিশ্বাস, মংকুর বাবা, এই মুহূর্তে রায় দিচ্ছি তোমার মৃত্যুদণ্ডের—আজ থেকে ঠিক এক মাসের মধ্যে।

রাম হুই লাল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে অমার্জিত কণ্ঠস্বরে বললে সুমিতাকে, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ?'

'হঠাৎই তো আসি আমি। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি স্বনামধন্য আমার জামাইবাবু, মিস্টার রাম হুই—এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মোটর গ্যারাজের একমাত্র মালিক। আর ইনি, আমার অত্যন্ত, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু—মিস্টার বনস্পতি বিশ্বাস এবং বিখ্যাত লেখক। এঁর লেখা উপন্যাসের ফিল্মেই এবার আমি

নামছি হিরোইন হয়ে। তাই না, বুনো?'

'বুনো!' রাম হুই যেন হতচকিত।

'ইয়েস মাই ডার্লিং জামাইবাবু,' গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললে সুমিতা মোহিনী হাসি হেসে, 'জল অনেক দূর গড়িয়েছে, বুঝতে পারছ না, রামদা? বনস্পতিকে এখন আমি বুনো বলেই ডাকছি এবং দেশ বিদেশে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইভাবেই ঘোরবার বাসনা নিয়ে। কি বুঝলে রামদা? কিচ্ছু না। ওয়েল, ওয়েল, বাকিটা দিদির কাছেই শুনে নিও। বুনোকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে দিদির ওখানে উঠছি আমি। কী হল? হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভাবী ভাইরাভাইকে একটা সাদর সম্ভাষণ পর্যন্ত করবে না? তুমি রামদা, বুনোর চাইতেও বুনো। আচ্ছা, চলি।'

হতবাক রাম হুইয়ের নাকের ওপর পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে এল সুমিতা। মোড় ঘুরেই হাসতে লাগল প্রাণ খুলে, 'একদম ক্রট, তাই না বুনো? কি রকম্ চমকে দিয়েছি দেখলে? ও কিন্তু তোমাকে ভাল মনে নিতে পারে নি রাবণ মশাই। রামবধের প্ল্যান এখন থেকেই করো—নইলে মরবে ওর হাতে।'

আমার কিন্তু ভাল লাগল না এ ধরনের কথাবার্তা। বুনো নামটা আমার একান্তই গোপন নাম। এ নামে এত ডাকাডাকি, তারপর রামবধের জন্য আমাকে এত উস্কোনো—ব্যাপারটা কী? আমার ছদ্মবেশ কি একটু একটু করে খসিয়ে আনছে সুচতুরা সুমিতা? একটু একটু করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুফাঁদের দিকে?

রাত্রে হোটেলের ঘরে মংকুর মা এসে ছল ছল চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলল না। একটু পরে মিলিয়ে গেল বাতাসে। আমি কিন্তু অটল। চোখের জলেও ভুলছি না। মংকুর সেই রক্তাক্ত পিণ্ডি পাকানো শরীরটার কথা কিছুতেই

ভুলতে পারছি না। চাদর সরিয়ে বডিটা আমাকেই সনাক্ত করার জন্যে দেখানো হয়েছিল। এক ফোঁটা জলও আমার চোখে আসে নি। মংকুর মা, মিছে চেষ্টা করছ, চোখের জল দিয়ে আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে চরম প্রস্তুতির দিকে। আমি এখনো হোটেলেই আছি। সকাল-সন্ধ্যে সমুদ্রের ধারে হাওয়াও খাচ্ছি, মংকুর হত্যাকারীকে মংকুর কাছে পাঠানোর বন্দোবস্তও করে চলেছি। থুড়ি, মংকুর কাছে রাম হুইয়ের মহাশয়তান যেতে পারবে না—কোনদিনই না। পরলোক-ফরলোক আমি কোন-কালেই বিশ্বাস করতাম না। ইদানিং মংকুর মায়ের প্রেতাত্মা এসে সে অবিশ্বাসটা ভাঙিয়েছে। শুনেছি, পরলোকেও অনেক স্তর আছে, অনেক বিভিন্ন লোক আছে। পুণ্যাত্মারা যায় উচ্চলোকে—দুরাত্মারা নিম্নলোকে। মংকু নিঃসন্দেহে পুণ্যাত্মা—তাই ক্ষণজীবি। তার স্তরে রাম হুইয়ের মত দুরাত্মা যেতেই পারবে না। ও যাবে পরলোকের অন্ধলোকে। বেশ হবে। যমদূতেরা গরম তেলে চাপিয়ে ভাজুক ব্যাটাকে। আনন্দের চোটে ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছি। উলটোপালটা এসব কি লিখছি? মংকুর মা এ জন্যই বলে বোধ হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার ডিম হচ্ছে। আমার মাথা খারাপ হচ্ছে, আর আমি জানি না? মাথাটা আমার তো। আমার শরীর খারাপ হলে আমি হাড়ে হাড়ে জানতে পারি—আর মাথা খারাপ হলে জানতে পারব না? যত্তসব মাথা খারাপের দল। মংকুর মা'টা পর্যন্ত প্রেতলোকে গিয়ে মাথাটা বিগড়ে বসে আছে। নইলে আমাকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে এত বারণ করে?

বারণ শুনছে কে? কাজ অনেক এগিয়ে এনেছি। প্রতি রাতে সুমিতার পীড়াপীড়িতে রাম হুইয়ের পয়সায় ওরই বাড়িতে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে আসছি। রাম হুইয়ের মা'টা আরেক শয়তান!

যেমন মা তার তেমনি ছেলে। এরকম খাণ্ডারনি শাশুড়ি আর দেখি নি। ভারতবর্ষে এত বউ সুইসাইড করে শুধু এই রকমের শাশুড়িদের পাল্লায় পড়ে বলে। উঠতে বসতে দাঁতে পিষছে বউটাকে। সুমিতার দিদিটাও হয়েছে তেমনি। সুমিতার একেবারে উলটো। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না। এদিকে শাশুড়ি—ওদিকে সোয়ামী। মারধোর আমার সামনে কখনো হতে দেখি নি, তবে সুমিতার মুখে শুনেছি, আড়ালে আবডালে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খায় বেচারি সুমিতার দিদি। সুমিতা আর নমিতা, এই দুই বোন পূব-পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিল বাপ আর মাকে গঙ্গায় খুইয়ে। এক উদার মুসলমান দুই বোনকে ~mat ফিরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়।

তারপর কিভাবে নমিতা রাম দুইয়ের খপ্পরে পড়ল, সে কাহিনী।

এক তখন নমিতার জৌলুষ ছিল। চোখে তার ধার ছিল কথায় মাধুরি ছিল। h

আতঙ্কে বেচারি নার্ভের রুগী। মনে মনে খুব আঘাত পেলে মানুষ ভীত হয়ে যায়, নমিতার তাই হয়েছে, মেয়ে-মানুষের যা কিছু সম্পদ, সব ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে মহাশয়তান এই রাম দুই। স্বামীর সামনে এলেই তাই ফ্যাকাশে হয়ে যায় নমিতা। কঁ—— কথা জড়িয়ে যায়। শুধু নমিতা নয়, ছেলেটা পর্যন্ত বাপকে ভয় করে যমের মত। বাপ যেখানে, তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। একদিন তো আমার সামনেই a চড়ে দশ হাত দূরে ঠিকরে ফেলে দিল। টেবিলের পায়ায় মুখ থুবড়ে পড়ায় সামনের একটা দাঁত আধখানা ভেঙে গেল—পার্মানেন্ট দাঁত বলেই একেবারে উপড়ে বেরিয়ে গেল না। কিন্তু ঠোঁট কেটে রক্তগঙ্গা। ওই অবস্থাতেই আবার তুলেছিল রাম দুই—আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ছেলেটাকে দেখলেই মংকুর কথা মনে পড়ত। ওই রকমই অনেকটা দেখতে।

তবে ভীরু ছিল না মংকু। কিন্তু অমিত—রামের ছেলে—ছেলেবেলা থেকেই এই রকম পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে অসম্ভব ভীরু। বাপ ওইভাবে মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার পর, যেভাবে হাত দিয়ে কাটা ঠোঁট চেপে ভয়ার্ত চোখে চাইল—তা আমি ভাষায় কল্পনা করতে পারব না।

আবার হাত তুলেছিল রাম—কিন্তু অমিতের মুখে রক্ত, আঙুল বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত আর ভয়ত্রাসে চাহনি দেখেই আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত মুচড়ে উঠল। আমি পারলাম না। অভিনয় করে নিজেকে সংযত রাখতে আর পারলাম না। আমার খুনী প্রবৃত্তি আচমকা সমস্ত সংযমের শেকল টুকরো টুকরো করে দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে আমাকে যেন উন্মাদ করে দিল। একলাফে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম অমিত আর রামের মাঝখানে। বললাম বাজের মত হুঙ্কার ছেড়ে, 'করছেন কী! ছেলেটাকে মেরে ফেলবেন নাকি?'

মেরে ফেলবেন নাকি—শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ফেলেছিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই। মংকুকে যে মেরেছে স্রেফ মজা করার জন্যে, তার চণ্ডাল রাগে আহুতি দিতে মংকুর মতই আর একটা ছেলে আমার ঠিক পেছনেই গুটিসুটি মেরে কুঁকড়ে বসে আছে—এই কল্পনাটুকুই বোধ হয় 'মেরে ফেলবেন নাকি' শব্দ তিনটিকে অমন অস্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করিয়েছিল আমার বাকযন্ত্র দিয়ে।

ফলটা হল অভূতপূর্ব। হাতটা শূন্যে তুলেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাম হুই—মংকুর হত্যাকারী রাম হুই। ক্রুর দুই চোখে প্রত্যক্ষ করলাম নারকীয় তৃপ্তি…রক্ত দেখলে হিংস্র পিশাচের রক্তে যে নাচন জাগে—উন্মত্ত সেই রক্তনৃত্যই দেখলাম পিশাচ শিরোমণি রাম হুইয়ের চোখে।

আমি কিন্তু টললাম না। আমার প্রায় ছ'ফুট লম্বা পাঠান শরীরটা দু'গুণ ফুলে উঠল যেন অবদমিত এবং দীর্ঘদিন সঞ্চিত

বিপুল উত্তেজনায়। রগের শিরাগুলো কেটে মনে হল যেন রক্ত গড়িয়ে পড়বে—চোখের শিরাতেও যেন লেগেছে সেই জোয়ার।

কিন্তু রাম ছুই আর এগোল না। উত্থিত হাত নামিয়ে নিল আস্তে আস্তে। বললে অদ্ভুত শান্ত, অদ্ভুত শীতল, অদ্ভুত বসা গলায়, 'ছেলেটা কিন্তু আমার!'

আর একটু হলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমার ছেলেকেও তো এইভাবে মেরেছিলে শয়তানের বাচ্চা!...কিন্তু জিহ্বা সেই মুহূর্তে বিদ্রোহী হল বলেই রক্ষে পেয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না, থরথর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট আর চোখের পেশী। স্নায়ুর এই সাময়িক বিদ্রোহই বাঁচিয়ে দিল ছদ্মবেশ খসে পড়ার বিপর্যয় থেকে।

সুমিতা এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝখানে। বললে ভারি ঠাণ্ডা গলায়, 'কি হচ্ছে? বাচ্চা ছেলেদের মত মারপিট করবে নাকি? যাও, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বসে পড়ো।'

বসে পড়লাম দুই পুরুষ টেবিলের দুই ধারে—একজন খুন করেছে, আর একজন খুন করতে চলেছে। দুজনেই নিশ্চুপ। দুজনেরই মনের কন্দরে ধূমায়িত বিষবহ্নি। দুজনেই বিষধর ভুজঙ্গের মতই সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। হ্যাঁ, সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান—আমি তো বটেই, রাম ছুই নিজেও। ওর চোখের মধ্যে আমি দেখলাম সেই সঙ্কেত। অশনি সঙ্কেত। মুখে কথা নেই। কিন্তু নাকের নিষ্ঠুর পাটার চোয়ালের চৌকোণা হাড়ে আর লোহিত রুধিরে রাঙানো দুই চোখের পটভূমিকায় আমি দেখলাম সেই নিশানা।

তাতে শঙ্কিত হলাম না। ক্রোধ মানুষের বুদ্ধিনাশ করে। তাই ক্রোধী শত্রু দুর্বল—অক্রোধী শত্রু ভয়ঙ্কর।

তাই একটু একটু করে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। শত্রুকে কব্জায় আনবার এই সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হল না। সুকৌশলে

বললাম, 'ইচ্ছে যায় রামবাবুকে আমার একটা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চরিত্র করি।'

বললাম বেশ হালকা ভাবেই। কিন্তু নিমেষে রক্তরাগ পুঞ্জীভূত হল রাম হুইয়ের দুই চোখে। প্রকট হল হিংস্র দংষ্ট্রা। বললে ঘসঘসে গলায়, 'নতুন কিছু লিখছেন মনে হচ্ছে?'

'সেই জন্যেই তো এখানে আসা। এমন চমৎকার পরিবেশেই তো মাথা খেলে।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে সুচতুরা সুমিতা চট করে বললে, 'গল্পের প্লটটা কি জানতে পারি?'

'বোকার মত কথা বোলো না, সুমিতা।'

'কেন? প্লট জানতে চাওয়াটা কি বোকামি?'

'অবশ্যই, গোয়েন্দা গল্পের প্লট লেখক ছাড়া কেউ জানতে পারে?'

'কিন্তু তুমি তো আগে বলো নি, গল্প লিখতে আসছ এখানে?'

'তখন ভাবি নি। মুড এল এখানে আসার পর। আর রাম হুইয়ের চোখে চোখ রেখে—ওঁকে দেখার পর।'

'খুব বদ লোক, তাই না?' দাঁত বার করে বললে রাম হুই।

'ইন্টারেস্টিং লোক।' মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললাম।

সুমিতা বললে, 'তোমরা কি এখনো ঝগড়া করবে?'

আমি বললাম, 'ঝগড়া কেন করব? ঝগড়া কিসের? আমি তো রামবাবুর প্রশংসা করছি।'

সুমিতা জামাইবাবুর দিকে ফিরে বললে, 'দেখতে তো, বনস্পতি বিশ্বাস মাটির মানুষ। রাগ বলে শরীরে কিছু নেই।'

রাম হুই খাওয়ায় মন দিল। একটা কথাও আর বলল না। অন্যান্য দিনের মত নমিতা অমিতকে নিয়ে খেতেও এল না। চণ্ডাল স্বামীর সামনে এখন আসা নিরাপদ নয়—তা সে বুঝেছে।

কিন্তু আমি যাকে এখন বাঁচালাম, তার ওপর আজ রাত্রেও

তো প্রহার চালাতে পারে ? আমার অবর্তমানে ? তাই বলেই ফেললাম, 'রামবাবু, লেট দেয়ার বি নো হার্ড ফিলিংস। ভুলে যান সব কিছু। আর একটা কথা দিন।'

মুখভর্তি খাবার চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রাম হুই। সন্দিগ্ধ চোখ।

বললাম, 'অমিতকে আর মারবেন না। প্লীজ। এটা আমার অনুরোধ।'

সুমিতা তাড়াতাড়ি বললে, 'সেটা আমি দেখব'খন, আমি ওর মাসি হই। জানো তো, মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি ?'

হেসে উঠলাম আমি। হাসল সুমিতাও। হাসল না কেবল রাম হুই।

পরের দিন শুনলাম, শক্তের ভক্ত রাম হুইও। সুমিতা আর আমি ভোরবেলা সমুদ্রের ধারে যখন বেড়াচ্ছিলাম, তখন ওর মুখেই শুনলাম। অত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর রাম হুইয়ের মত দুর্দান্ত গোঁয়ার চণ্ডালও আর রাত্রে কোন হাঙ্গামা বাধায় নি। শুধু দু'বোতল কান্ট্রি স্পিরিট খেয়েছে।

'কান্ট্রি স্পিরিট ? মানে দিশি মদ ?' আমি সত্যিই হতবাক। 'রাম হুই তো বিত্তবান পুরুষ। দিশিতে এত রুচি ?'

সুমিতা আমার গায়ে সম্পূর্ণ ঢলে পড়েই বললে, 'দিশি মদের যে নেশা, সে নেশা নাকি হুইস্কি, রাম, জিন খেলে হয় না। ওর রুচিই ওই রকম !'

'তাহলে তো একদিন দিশি মদ খেতে হয় ওঁর সঙ্গে !'

চোখ কপালে তুলে সুমিতা বললে, 'সেকি ! তুমিও ওই সব গেলো ?'

'মাই ডিয়ার সুমিতা, বাংলা সাহিত্যের কোন্ জ্যোতিষ্কটি কানট্রি স্পিরিট খায় না আমাকে দেখাতে পারো ? আমি সখ করে একদিন খেয়েছিলাম। আর এখানে খাব তোমার জামাই-

বাবুর রাগ ভাঙাবার জন্তে।'

সুমিতা মুখখানা গম্ভীর করে বললে, 'বুনো, কাল তুমি অমন কাণ্ডটা না করলেই পারতে।'

আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোন্ কাণ্ডটা?'

'আহা, স্তাকা আর কি। অমিতের মার খাওয়া অভ্যেস আছে। তোমার কি দরকার ছিল মাঝখানে পড়ার?'

পাছে আমার চোখের চেহারা দেখতে পায় সুমিতা, তাই সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে জবাব দিলাম আস্তে আস্তে, 'কারণ, আমি বাচ্চা ছেলের রক্ত দেখলে, মাথা ঠিক রাখতে পারি না।'

আশ্চর্য। সুমিতা আর একটা কথাও বলল না। মনে পড়ে গেছে বোধ হয় মংকুর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটা।

সেই রাতেই মংকুর মা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়ল ঘরের মধ্যে। চিরকালই ও রাগী। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। প্রেতিনী হওয়ার পর দেখলাম, এই রিপুটা আরো প্রবল হয়েছে। আমার অপরাধ, রাম হুইয়ের পেছনে লাগার আমার কি দরকার? রাম হুই এ অঞ্চলের নামকরা ঠ্যাঙাড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট সাজিয়ে আমাকে খুন করেও ফেলতে পারে।

ও রেগে গেলে, আমিও ঠাণ্ডা হয়ে যাই। অনেকক্ষণ পরে বললাম, 'মংকুর মা, ওই বেতের বাস্কেটটা দেখেছ?'

'জানি, জানি, ওর মধ্যে করে গোখরো এনেছো—রাম হুইয়ের গায়ে ছেড়ে দেবে বলে।'

'উঁহু। তাতে মজা নেই। রাম হুইকে দিশি মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আগে অজ্ঞান করব। তারপর নাইলন দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধব। মুখে তোয়ালে ঠুসে দেব টাগরা পর্যন্ত। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসবে, বাস্কেটের গায়ে ছোট্ট এই ফুটোটার ঢাকনি সরিয়েই ওর চোখের ওপর ফুটোটা চেপে ধরব। আঃ, কি আরাম। চোখের ওপর ছোবল মারবে গোখরো। রাম

তুই জেগে জেগে দেখবে গোখরোর বিষদাঁত ঢুকে যাচ্ছে চোখের মণিতে—ভাবতে পারো, কি যন্ত্রণাটা ও পাবে মৃত্যুর আগে আর পরে? সাপ চলে যাবে জঙ্গলে—পুলিশ জানবে মৃত্যু হয়েছে সাপের ছোবলে। হাত পায়ের বাঁধন তো তখন থাকবে না—খুলে দেব।'

যা মুখে এল, মংকুর মা আমাকে তাই বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল পাকা প্রেতিনীর মতই।

সুমিতাকে দিয়েই দিশি মদ খাওয়ার বাজি ধরালাম রাম ছুইকে। ঠিক হল, তিনদিন পরে শালবনের মধ্যে একেবারে জঙ্গল মত একটা জায়গায় এক ডজন পাঁইট বোতল নিয়ে বসব আমি আর রাম ছুই—আর কেউ নয়। সুমিতা দু ঘণ্টা পরে এসে দেখবে, কে বেশি সুস্থ। তাকেই ও পুরুষ-সিংহ বলে রায় দেবে।

শালীর কাছে পুরুষ-সিংহ সাজবার এতবড় প্রলোভন সামলাতে পারল না রাম ছুই। একে দিশি মদ, তায় আমার মত একটা উইচিংড়েকে মদে বেহুঁশ করে দিয়ে পুরান প্রেমিকার হৃদয় জয় করার এতবড় সুযোগ—কোন্ মিঞা চায় এ সুযোগ হারাতে? রাম ছুই তো নয়ই।

দুটি মাত্র বাস্কেট এল গাড়িতে, একটিতে বারোটি পাঁইট বোতল। আর একটিতে মদের চাট আনলাম আমি হোটেল থেকে। আসলে কিন্তু তার মধ্যে দুটো খুপরি। ওপরের খুপরিতে চাট—তার তলার খুপরিতে কুণ্ডলি পাকানো গোখরো। নাইলন দড়ি আর ঘুমের পাউডার রইল আমার পকেটেই।

মুখোমুখি বসলাম দুই পুরুষ। সুমিতা আমাদের বসিয়ে দিয়ে শুধু বলেছিল, 'দেখো, আবার মারপিট করে মরো না যেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ হলে কিন্তু 'সেইটা' কাউকে দেব না।'

'সেইটা' মানে একটা চুম্বন। শালী হিসেবে জামাইবাবুকে দিতে দোষ কী? আর আমি তো ওর হবু বর। কিন্তু দুই পুরুষের

কেউ ।৳ ন্য মদ খাওয়ার খেলায় হেরে গিয়ে অভিনেত্রীর চুম্বন মিস করতে ?

সুতরাং অমি যা গাড়ি নিয়ে চম্পট দিতেই ছটো বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে দিলাম ছজনে। সঙ্গে সঙ্গে খুব সহজ ভাবে রাম হুই বললে, 'ঘুমের ওষুধ কি বোতলেই মেশানো আছে ?'

হৃৎপিণ্ডটা আমার সেই মুহূর্তেই নিশ্চয় স্থির হয়ে গেছল। স্থির চোখে তাকিয়ে কোনমতে বললাম, 'তার মানে ?'

রাম হুই নেকড়ের মত দাঁত বার করে হাসল। বললে, 'বনস্পতি বিশ্বাস ওরফে বুনো বিশ্বাস ওরফে মংকুর বাবা, গোখরোর ছোবলে আজ যদি মারা যাই, পুলিশ সেই আপনাকে অ্যারেস্ট করবে আমাকে খুন করার অপরাধে। মানেটা পরিষ্কার হয়েছে ?'

চোখের সমস্ত রক্ত নিশ্চয় মুখে এসে জমেছিল কথাগুলো শুনতে শুনতে। অথবা হয়তো সমস্ত রক্ত মুখ থেকে নেমে গিয়ে ব্লটিংয়ের মত সাদা হয়ে গেছল মুখখানা।

খুব আস্তে বললাম, 'আপনি জানেন ?'

'মংকুর বাবা, আপনি যখন আমার শারীরিক ক্ষতি করছেন সমুদ্রের ধারে, তখনি আপনার হোটেলে গিয়ে আমাকে খুন করার প্লট নিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন, তা পড়েছি। প্রতিটি পাতার কটো তুলেছি। একসেট প্রিন্ট আমার অ্যাডভোকেটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। খামের ওপর লিখে দিয়েছি—আমার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর যেন এই খাম খোলা হয়। বনস্পতি বিশ্বাস এখন বলুন কি করবেন। খুন ?'

'মংকুকে আপনি গাড়ি-চাপা দিয়েছেন, এটা তাহলে মানছেন ?'

'যদি না মানি ?'

'সে মনের জোর থাকলে পাণ্ডুলিপির ফটোকপি নিয়ে আগে পুলিশের কাছে যেতেন—অ্যাডভোকেটের কাছে পাঠিয়ে আমাকে সেকথা জানাতে আসতেন না। মনে আপনার পাপ, তাই বাঁচবার

অস্ত্র হিসেবে এই কাজ করেছেন।'

ক্ষেপে গেল রাম ছুই। গুছিয়ে কথা বলা ওর ধাতে নেই। ...তিলের মত চিৎকার করে বললে, 'বেশ করেছি···হ্যাঁ, আমিই চাপা দিয়েছি বদমাস বাচ্চাটাকে—অন্ধকারে রাস্তার মধ্যে দিয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছিল কেন?'

ঢোক গিলতেও কষ্ট হল এবার। দু'হাতের মুঠো শক্ত করে বললাম, 'মংকুর মা বানচাল করে দিল আমার প্ল্যান।'

আবার দাঁত বার করে হাসল রাম ছুই। বললে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, 'উন্মাদ কোথাকার। বউয়ের পেত্নী রূপ দেখা হচ্ছে রোজ রাত্রে। মনলেল। রাঁচিতে পাঠানোর খরচ আমি দেব—mat?'

খুব জোরে ঘুসি মারলাম ওর চোয়াল লক্ষ্য করে।

কিন্তু তৈরি ছিল রাম ছুই। মোটর মিস্ত্রীর সঙ্গে লেখক কখনো পারে? আমার হাতটা খপ করে ধরে যুযুৎসুর প্যাঁচে মাথার ওপর দিয়ে আমার পুরো বডিটাকে ডিগবাজি খাইয়ে এনে ফেলল পেছনে।

সম্বিৎ ফিরে আসার পর দেখলাম। রাম ছুই নেই শালবনে। শুধু বোতলগুলো পড়ে আছে। আর বাস্কেটের মধ্যে খাবারো।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা খবরটা শুনলাম। সুমিত্রা গাড়ি হাঁকিয়ে এসে বললে চোখ বড় বড় করে, 'বুনো, জামাইবাবু সুইসাইড করেছে।'

সটান উঠে বসলাম খাটের ওপর। বললাম, 'সুইসাইড!'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে নিশ্চয় ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল?'

'তা একটু হয়েছিল।'

'মদ না খেয়ে ফিরে এল মুখখানা তোলা উনুনের মত করে। দুপুর বেলা খেতেও বসল। তারপর উঠে গেল ঘরে। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম ভীষণ চিৎকার, মরে গেলাম। মরে গেলাম।

তঃ! কী যন্ত্রণা।...তারপরেই দু'হাতে পেট চেপে ধরে গোঙাতে গোঙাতে মুখ দিয়ে গাঁজলা বার করতে করতে খাবার ঘরে ছুটে এসে পড়ে গেল। ডাক্তার এল। কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ।'

'কি খেয়েছিল ?'

'স্ট্রিকনিন !'

'স্ট্রিকনিন ! আত্মহত্যা করার জন্যে স্ট্রিকনিন কি কেউ খায় ?'

'রাম সব পারে—সব। সাতমাস আগে ছেলেটাকে যেভাবে গাড়ি-চাপা দিয়েছিল...'

বলেই থেমে গেল সুমিতা। উত্তেজিত, বেসামাল বলেই এতদিনের গোপন কথা আর গোপনে রাখতে পারল না।

আমি বললাম, খুব সহজ সুরেই, 'কাকে গাড়ি-চাপা দিয়েছিল ?'

'আসবার পথে যে শহরটা দিয়ে এলাম, ওইখানে একটা বাচ্চা ছেলেকে। উঃ সে কি দৃশ্য। জানোয়ারটার সঙ্গে সেই থেকে আমার ছাড়াছাড়ি। কিন্তু বুনো, তুমি ওকে কি বলেছিলে ? সুইসাইড করল কেন ?'

আধ মিনিট চুপ করে চেয়ে রইলাম সুমিতার চোখের দিকে, তারপর মনে মনে ছকা হয়ে গেল বাকি প্ল্যানটা। বললাম আস্তে আস্তে, 'সুমিতা, সেইরাত্রে যাকে রাম ছুই গাড়ি-চাপা দিয়েছিল, তার নাম মংকু—আমি তার বাবা। আমি তাকে আজকে খুন করবার জন্যেই নিয়ে গেছলাম তোমার সাহায্য নিয়ে—কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর সে বললে—আমার প্ল্যান সব জানে। তাকে খুন করলেই আমার হাতে দড়ি পড়বে—আমার ডাইরীর সব পাতার ফটো কপি করে ও অ্যাডভোকেটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। খামের ওপর লিখে দিয়েছে—তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে খাম যেন খোলা হয়। সুমিতা, রাম ছুইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

লাম এখন খোলা হবে। কিন্তু আমি তাকে খুন করি নি। খুনী প্রতিপন্ন হব।'

আশ্চর্য মনোবল বটে সুমিতার। বাজী রেখে বলতে পারি, অন্য কোন মেয়ে হলে আমার এই স্টেটমেণ্ট শুনে মূর্ছা যেত। ও কিন্তু গেল না। চোখ বড় বড় করে শুধু শুনল। তারপর বললে কান্নার মত সুরে, 'এখন উপায় ?'

'উপায় একটাই আছে,' বলে হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে নিয়ে লাইন চাইলাম কলকাতার। একটু পরেই শোনা গেল সুপরিচিত সেই কণ্ঠস্বর, 'আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলছি। আপনি কে বলছেন ?'

'বনস্পতি বিশ্বাস। মিথ্যে খুনের চার্জে অ্যারেস্ট হতে চলেছি। এখুনি আসুন।'

পরের দিন ভোরবেলা পৌঁছে গেল ইন্দ্রনাথ। পাঞ্জাবির পকেটে কোঁচা গুঁজে যেন বিয়ে-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে চলেছে। গায়ে ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ। চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি।

সব বললাম। শোনবার পর ডাইরীর প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে পড়ে ইন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে গেল রাম হুইয়ের বাড়ি। সুমিতাকে আগেই বলা ছিল। ও আর আমার চোখে চোখে এখন তাকাতে পারছে না। ইন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল রামের মা, রামের বউ আর রামের ছেলের কাছে। সবার জবানবন্দী শুনে এসে আমাকে বললে, 'শিশিটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কোন্ শিশিটা ?'

'যে শিশিতে স্ট্রিকনিন ছিল। সেই শিশিটা পাওয়া গেলে প্রমাণ করা যেত, এটা আত্মহত্যা—কারণ সকাল বেলার ওই চক্করের পর আপনি আর এবাড়ি আসেন নি ? কারেক্ট ?'

'কারেক্ট।'

'কিন্তু শিশি নিপাত্তা। রাই হুই নিশ্চয় নিজে শিশি ছুঁড়ে

নি, আপনাকে হত্যাকারী সাজানোর জন্যে। দিলেও তা বা... অথবা পায়খানার প্যানে পাওয়া যেত। শুনলাম, পুলিশ সব জায়গায় খুঁজেছে—শিশি পায় নি। কাজেই ধরে নিতে হবে এটা খুন, আত্মহত্যা নয়। মার্ডারার শিশি নিয়ে চলে গেছে।'

'মার্ডার!'

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যানমাফিক হত্যা। কিন্তু সব খুনেরই একটা মোটিভ থাকে। এই বাড়িতে ওঁকে খুন করার মোটিভ আছে চারজনের।'

'চারজনের?' আমি বিমূঢ়।

'হ্যাঁ। শুনলাম, রামের মা ছেলের ওপর মর্মান্তিক চটে-ছিলেন চরিত্রহীনতার জন্যে। তারপর নাতিকে মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্যে ভীষণ রেগে রাম হুইকে বলেছিলেন—তোর মত ছেলে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল। মা হয়ে তোর মৃত্যু কামনা আমি করছি। তে রাত্তিরের মধ্যে যেন তোর মরণ হয়।...ঠিক তৃতীয় দিনেই মারা গেছেন রাম হুই। সুতরাং বিষ খাওয়াতে পারেন গর্ভধারিণী নিজে।'

'অসম্ভব নয়।' বললাম আমি, 'যা খাণ্ডারনী মেয়েছেলে! দ্বিতীয়জন কে?'

'নমিতা—রাম হুইয়ের স্ত্রী। তিনি আর সইতে পারছিলেন না; নিজের ওপর মারধোর সওয়া যায়—ছেলের ওপর নয়। সুতরাং স্বামীকে বিষ খাইয়ে বিধবা হওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হওয়া তার ক্ষেত্রেই সম্ভব। শুনলাম, অমিত যেদিন মার খায়, সেদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল বচসা হয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। দাম্পত্য কলহ বাইরে প্রকাশ করতে নেই। কিন্তু নমিতা হুই নিজে মুখে আমাকে বলেছেন। রাম হুই বলেছিলেন,

তে-রাত্তিরের মধ্যে বউ-ব্যাটাকে বাড়ি থেকে তাড়াবে। তে-রাত্তির এক্ষেত্রেও পেরোয় নি।'

'তিন নম্বর সম্ভাব্য মার্ডারার?'

'অমিত। বাপকে আর সে সইতে পারছিল না। মাকে যে তে-রাত্তিরের মধ্যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, মায়ের মুখেই সে শুনেছিল। মদের ঝোঁকে অমন হুমকি অনেকেই দেয়। ছোটদের কাছে তা সত্যি বলেই মনে হয়। অমিত মাকে নিয়ে রাস্তার ফকির হতে হয়তো চায় নি—তে-রাত্তিরও পেরোতে দেয় নি।'

'চার নম্বর সন্দেহভাজন?'

'সুমিতা। আপনার ডাইরীতেই লেখা আছে, জামাইবাবুর মৃত্যুকামনা তিনি করেছেন। মংকুকে চাপা দেওয়ার পর থেকে তাঁর ছাড়াছাড়ি। দিদিকে বাঁচানোর জন্যে ঘৃণ্য রাম হুংকে অনায়াসেই তিনি খুন করতে পারেন।'

'অসম্ভব।' বললাম আমি।

ইন্দ্রনাথ একটা কাঁচি ধরিয়ে বললে, 'অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। চলুন আপনার হোটেলে—আর একটা অসম্ভব সিদ্ধান্ত আপনাকে শোনাবো সেখানে।'

হোটেলে এলাম। ঘর বন্ধ করে ইন্দ্রনাথ বললে, 'বনস্পতিবাবু, প্ল্যানটা আপনি ভালই সাজিয়েছিলেন। চমৎকার প্লট। লেখক হিসেবে আপনার সুনাম কেন, অ্যাদ্দিনে তা বুঝলাম। আপনি সরাসরি খুন করে পুলিশের চোখে পড়তে চান নি—সন্দেহটা অনেকের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে থাকতে চেয়েছেন। এইখানেই আপনার অসামান্য প্লটের অসাধারণ অভিনবত্ব। আপনি পাগল কিনা, সেটা এখনো আমি জানি না। কিন্তু ডাইরী লেখার অছিলায় মংকুর মায়ের প্রেতাত্মাকে এনে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যে দৈবাৎ যদি খুনের অপরাধে আপনি ধরা পড়েন—

ও'হলে ব হিসেবেই বেকসুর খালাস পাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন গোড়া থেকে। পাণ্ডুলিপিটা যাতে প্রকাশ পায়, তাই নিজে থেকেই খাবার টেবিলে প্রসঙ্গ তুলেছেন—রাম হুইকে নিয়ে একদিন কিন করবেন বলে তাঁর কৌতূহলকে জাগিয়েছেন—যাতে সেই নির্বোধটা আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ে তাকে খুন করার জানতে পারেন—সেই সুযোগ তাঁকে দেওয়ার জন্যে সুমিতাকে নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে গেছেন। তারপর বাড়ি ফেলে মদ খাওয়ার আসর জেঁকেছেন সুমিতাকে দিয়েই। মদ সামনে fin রাম হুই আপনাকে যাতে শাসাতে পারে, তার ব্যবস্থাও করেছেন অতিশয় নিপুণভাবে। মনের ভারসাম্য হারিয়ে রাম হুইয়ের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা আপনি এইভাবেই করেছেন ধাপে ধাপে। আপনি জানতেন, রাম হুই দুপুরবেলা খেয়ে উঠে রোজ রাজকণিকা আর গাছগাছড়া মিশোনো একটা ভীষণ তেঁতো খান লিভার ঠিক রাখার জন্যে—বেশি মদ খেলে যা হয় আর কি! রাত্রে খান না. তার বদলে মদ খান বলে। তাই আগের রাতেই ওষুধের শিশির ভেতরে স্ট্রিকনিন ঢেলে দিয়েছিলেন, তেঁতোয় তেঁতো মিশে গেছে। চক করে অভ্যেসমত খেয়ে নিয়েছেন রাম হুই আপনার পরিকল্পনা মত অসীম যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু অ্যাডভোকেট খাম খোলার পর জানতে পারবেন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করার পর আত্মগ্লানি নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন রাম হুই।...

'কিন্তু ওষুধের শিশিটা?' প্রশান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'সেটা গেল কোথায়? আমি তো ও বাড়িতে আর যাই নি।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'সুমিতা আপনাকে প্রকৃতই ভালবাসে। ওষুধের শিশি সেই সরিয়েছে। তার সন্দেহ হয়েছিল আপনাকেই—আপনাকে বাঁচানোর জন্যেই একাজ সে করেছে। এখন কি করবেন বলুন? অ্যাডভোকেটের কাছে এতক্ষণে খবর বোধ হয়

পৌঁছে গেছে—খামও খোলা হয়েছে। পুলিশ এল বলে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে ধরে বললাম, 'আধ ঘণ্টা পরে আসবেন।'

বারান্দায় গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আর একটা কাঁচি ধরালো ইন্দ্রনাথ। হাওয়ায় উড়তে লাগল ওর লম্বা লম্বা চুল।

ডিটেকটিভ ডাকিয়ে এনেছিলাম নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্যে। খুন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারি নি। আত্মহত্যা করেছে রাম হুই। তাই ভয় পেয়ে ডেকেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ—এই ধারণাটাই আনতে চেয়েছিলাম সবার মনে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্র প্র্যাকটিক্যাল ডিটেকটিভ, আমি থিওরিটিক্যাল। তাই হেরে গেলাম।

কিন্তু আমি কি সত্যিই পাগল? ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ সংশয় প্রকাশ করে গেল কেন?

মরুকগে। আধঘণ্টা মাত্র সময় নিয়েছি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম—যাতে সহজেই খুলতে পারে ইন্দ্রনাথ। তারপর খাটে বসে বাস্কেটটা খাটের তলা থেকে টেনে এনে কোলে রাখলাম। পাণ্ডুলিপির শেষ ক'টা পাতা লিখে নিলাম, এই আমার শেষ উপন্যাস।

বাস্কেটের তলার ছোট ফোকরটা খোলার আগে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মংকুর মা আমি আসছি। মংকুকে ডাকো।'

এবার আমি বাস্কেটের ফোকরে মুখ রেখে চুমু খাবো—গোখরোকে।